ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা: বাংলাদেশ
অক্টোবর ২০১৫
(খসড়া)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম), এমপি
মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার নানা প্রস্তুতি এবং সাড়াদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠিত হয়। সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ অধিদপ্তর বিভিন্ন দুর্যোগ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ২০১৩ সালে প্রথম ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকাশ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করেছে। পরিকল্পনাটি প্রণয়নে কারিগরি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করায় ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি' প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে এবং ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম), এমপি

মো: শাহ্ কামাল
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং জনসংখ্যার ঘনবসতির কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ সকল দুর্যোগে প্রায় প্রতিবছর বহুলোকের প্রানহানি ঘটে এবং পরিবেশ ও অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ বহুবার বিভিন্ন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং সফলভাবে মোকাবেলা করেছে। ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, গত ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি’ প্রকল্পের সহায়তায় ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করেছে।

আমি বিশ্বাস করি এ পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য একটি সহায়ক নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি’ প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাকে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকাজে সহায়তা প্রদান করায় আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

মো: শাহ্ কামাল

মোঃ রিয়াজ আহমেদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকা এবং দ্বীপসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৩ মিটারেরও নিচে অবস্থিত হওয়ায় খুব সহজেই জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয় হয়। এ কারণে প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় শুরু হওয়ার পূর্বেই ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রথমবারের মতো ২০১৩ সালে ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের জন্য ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি আগাম প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক হবে। পরিকল্পনাটি জাতীয় ও স্থানীয় অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কমাতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক বিষয় এই পরিকল্পনাটিতে আলোচনা করা হয়েছেঃ

- বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ,
- বিপদাপন্ন এলাকাতে জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ রাখা,
- তথ্য ব্যবস্থাপনা,
- স্থানীয় পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ, এবং
- সম্পদ সংগ্রহ ।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, কীভাবে কাংখিত প্রস্তুতিতে পৌঁছানো যায় এবং কীভাবে বাংলাদেশে বন্যা ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জরুরি সাড়াদানকে শক্তিশালী করা যায়, সেসকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে এ পরিকল্পনাটি প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ পরিকল্পনাটি দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী প্রণীত বিধায়, বাংলাদেশ সরকারের জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান কর্মসূচির সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে সম্পৃক্ত করবে এবং ঝুঁকিহ্রাসকরণ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করবে।

পরিশেষে পরিকল্পনাটি প্রণয়নে কারিগরি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করায় ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি' এবং এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এসডিসি ও ডিএফএটি-অস্ট্রেলিয়াকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ রিয়াজ আহমেদ

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ ১: পটভূমি ১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MoDMR) ২

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) ২

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) ৩

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ ৪

বাংলাদেশে এলসিজি-ডিইআর মানবিক সমন্বয় ৫

ঘূর্ণিঝড়ের জন্য জরুরি প্রস্তুতির পরিকল্পনা ৬

পরিচ্ছেদ ২: আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ ৭

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় জনিত আপদ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যার বিশ্লেষণ ৭

বিদ্যমান বিপদাপন্নতা ও মানুষের খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা বিশ্লেষণ ৯

দৃশ্যকল্প ও পরিকল্পনার অনুমান ৯

ক) দৃশ্যকল্প ১: ঘূর্ণিঝড় শ্রেণী ২ .... ১০

খ) দৃশ্যকল্প ২: ঘূর্ণিঝড় শ্রেণী ৪ .... ১২

জরুরি সাড়াদানে বাংলাদেশ সরকারের আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) ১৬

পরিচ্ছেদ ৩: ত্রাণ সামগ্রীর অগ্রীম মজুদ ১৮

পরিচ্ছেদ ৪: তথ্য ব্যবস্থাপনা ২০

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) ২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) ২০

ঘূর্ণিঝড়ে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ২০

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD) ২১

বেতার ও টেলিভিশন ২১

ইন্টারএ্যক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) ২১

শর্ট মেসেজ সার্ভিস (SMS) ২১

কমিউনিটি রেডিও ২১

তথ্য ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে মহাসেন এর অভিজ্ঞতা হতে লব্ধ শিক্ষা ২৩

চাহিদা নিরূপণ ২৪

পরিচ্ছেদ ৫: স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি ২৬

পরিচ্ছেদ ৬: সম্পদ সংগ্রহ ২৭

দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনরুদ্ধারে অর্থায়নের সরকারি উৎস ২৭

দুর্যোগের ত্রাণ ও পুনরুদ্ধারে অর্থায়নে বেসরকারি উৎস ২৭

পরিশিষ্ট ১: এাণ সামগ্রীর মজুদ, সরকারি (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর) ২৯

পরিশিষ্ট ২: এাণ সামগ্রীর মজুদ বিস্তারিত বিবরণ ৩৫

পরিশিষ্ট ৩: মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঠিকানা ও জরুরি যোগাযোগের নম্বর ৩৬

পরিশিষ্ট ৪: ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের তালিকা ৬৭

ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা : বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৫

পরিচ্ছেদ ১: পটভূমি

বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদন ২০১২ অনুযায়ী, বিশ্বের সর্বাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ ১৭৩ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ২০০ টির বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে ২০০,০০০ জন মানুষের প্রাণহানি ও প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পরিমাণ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে উচ্চমাত্রার বিপদাপন্ন একটি অঞ্চলে অবস্থিত। তাই এই অঞ্চলের মানুষ এবং সম্পদ সাধারণত স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি বিপদাপন্নতা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব (৮০০/কিমি)[১], ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক আপদের প্রতি বিপদাপন্নতাকে বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলের চরাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় মৌসুমে (এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) মাছ ধরার কাজে জেলেদের আগমন ঘটে। এর ফলে এসকল জেলেদের ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।[২]

বাংলাদেশের অবস্থান বঙ্গোপসাগরের তীরে এক বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে হওয়ায় প্রায়শই এই অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এসকল ঘূর্ণিঝড় বড় মাপের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির জন্য দায়ী। যখন এই অঞ্চলে কোনো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে, তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষ জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়, এবং তাদের জীবন ও জিবিকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে যে ভৌগোলিক অবস্থানে বাংলাদেশ অবস্থিত, সে অঞ্চলের ইতিহাসে এ পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হতাহত মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক ।

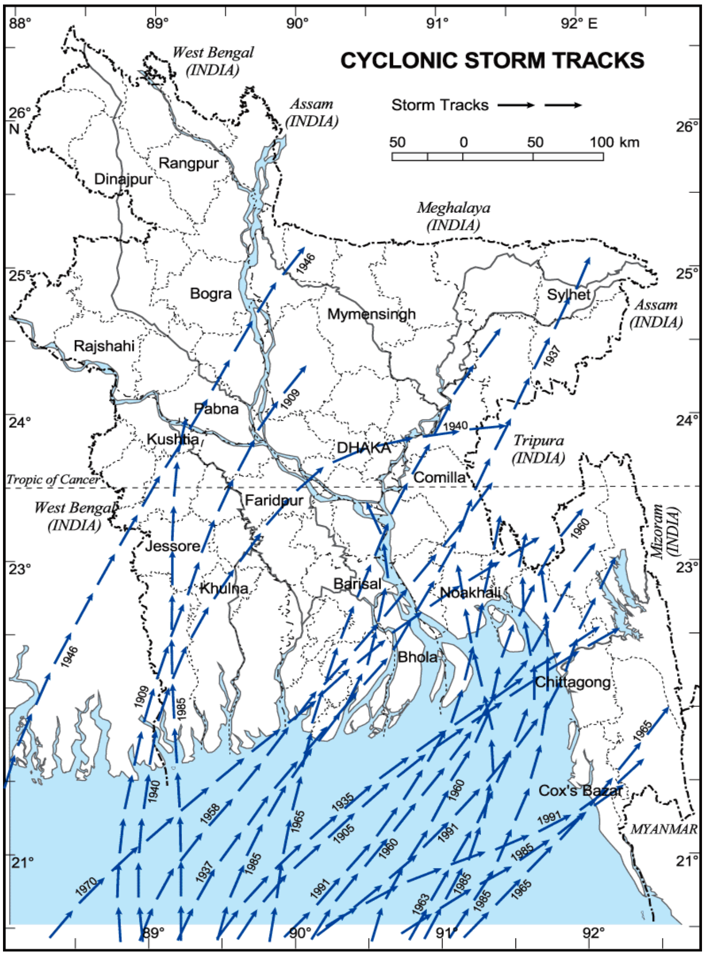

চিত্র ১: বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকাসমূহ ও উপকূল হতে দূরে অবস্থিত দ্বীপগুলো নিম্নভূমিতে অবস্থিত এবং এগুলোর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৩ মিটারেরও নিচে। এর ফলে বিশেষ করে এই এলাকাগুলো খুব সহজেই জোয়ারসৃষ্ট বন্যার কবলে পড়ে। ১৯৬৫ সাল হতে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৭০ টি বড় ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়েছে। এসকল ঘূর্ণিঝড়ের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এবং কয়েক বিলিয়ন ডলার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা এমন কিছু বড় ঘূর্ণিঝড়ের চিত্র নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো:

[১] www.bbs.org.bd
[২] www.cpp.org.bd

সারণি ১: বাংলাদেশে আঘাত হানা বড় ঘূর্ণিঝড়সমূহ

তারিখ	বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ (কিমি/ঘণ্টা)	জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা (মিটার)	প্রাণহানির সংখ্যা
১১ মে, ১৯৬৫	১৬১	৩.৭-৭.৬	১৯,২৭৯
১৫ ডিসেম্বও, ১৯৬৫	২১৭	২.৪-৩.৬	৮৭৩
০১ অক্টোবার, ১৯৬৬	১৩৯	৬.০-৬.৭	৮৫০
১২ নভেম্বও, ১৯৭০	২২৪	৬.০-১০.০	৩০০,০০০
২৫ মে, ১৯৮৫	১৫৪	৩.০-৪.৬	১১,০৬৯
২৯ এপ্রিল, ১৯৯১	২২৫	৬.০-৭.৬	১৩৮,৮৮২
১৯ মে, ১৯৯৭	২৩২	৩.১-৪.৬	১৫৫
১৫ নভেম্বর (সিডর), ২০০৭	২২৩	--	৩৩৬৩
২৫ মে (আইলা), ২০০৯	৯২	--	১৯০

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ২০০৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MoDMR)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ থেকে দেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর জানমাল রক্ষার্থে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে স্বতন্ত্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগসমূহের সমন্বয়ের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের (MoDMR) উপরে ন্যাস্ত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশে একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এ দেশে সংঘটিত দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জান-মালের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় গোর্কি, ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলা এবং ২০১৩ সালের ঘূর্ণিঝড় মহাসেন বড় ধরণের দুর্যোগের ঘটনা ছিল। এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস চিহ্নিত করে এ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে (NDRCC) পাঠান হয়। সতর্ক সংকেত-৪ জারির পর পরই ‘সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ড’ এবং সতর্ক সংকেত-৬ জারি করার সাথে সাথে ‘আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (আইএমডিএমসিসি)’ সভা করে জরুরি করণীয় নির্ধারণ করা হয়। অত:পর উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। এ কাজে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ সহযোগিতা প্রদান করে। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা না করা পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত সকল কাজ সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়নের মাধ্যমে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট হলো ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের প্রভাবজনিত সার্বিক বিপদাপন্নতা হ্রাসকরণ। এছাড়াও এসকল কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কর্মসূচির মাঝে সমন্বয় সাধন ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নও এই অধিদপ্তরের ম্যান্ডেটের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিদপ্তরের দায়িত্বসমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অগ্রগতি সাধন, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রচেষ্টাসমূহের বাস্তবায়ন, এবং খাদ্য নিরাপত্তা

নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো, বাংলদেশেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের দুটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র ব্যক্তিদের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের দারিদ্রসীমার নিচে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখা। ১৯৭১ সাল ও এর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের ৭০% মানুষ যখন দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতো, তখন বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগোত্তর সামাজিক নিরাপত্তার মূল দুটি উপায় ছিল খাদ্য রেশন ও ত্রাণ কার্যক্রম। সময়ের সাথে বাংলাদেশে যখন ব্যাপক দারিদ্র হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তখন দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য নির্ধারণে অধিকতর কার্যকর উপায় খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর ফলে খাদ্য রেশনের মতো কর্মসূচির পরিবর্তে নিত্য নতুন ও উন্নততর কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মান্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৪ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়াও, নিয়মিত বিরতিতে নতুন নতুন কর্মসূচি যোগ করা হয় এবং পূরাতন কর্মসূচি বন্ধ/স্থগিত করা হয়। এ কারণে কর্মসূচির প্রকৃত সংখ্যা বিভিন্ন সময় কম বেশি হয়ে থাকে। প্রায় সকল মন্ত্রণালয় বা সংস্থা কোনো না কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করছে যা দারিদ্র বিমোচনে ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। এসকল কর্মসূচিকে সামগ্রিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে।

(তথ্য: দর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

ক. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে এনে সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা;
খ. দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা;
গ. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমসমূহকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা;
ঘ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সুপারিশ, ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা;
ঙ. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
চ. সকল দুর্যোগ কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP)

১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর জাতিসংঘের অনুরোধে ১৯৭২ সালে তৎকালীন লিগ অব রেড ক্রস এর সহায়তায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে লিগ অব রেড ক্রস ১ জুলাই ১৯৭৩ সাল হতে মাঠ পর্যায় থেকে কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়। এই কর্মসূচির গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার, উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের স্বার্থে জুলাই ১৯৭৩ সাল থেকে এটি চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধমে এর দায়িত্ব গ্রহণে সরকার এগিয়ে আসে। এর ফলে এটি বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির যৌথ কর্মসূচিতে পরিণত হয়। তখন থেকেই এটি বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চালু আছে এবং বিশেষ করে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, স্থানান্তর, আশ্রয়, প্রাথমিক চিকিৎসা, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচিতে উপকূলীয় ১২টি জেলার ৩৭ টি উপজেলার ৩২২ টি ইউনিয়নে মোট ৩২৯১ টি ইউনিটে ১৬৪৫৫ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪৯,৩৬৫ জন সাংকেতিক যন্ত্রাদি সজ্জিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি সুপরিচিত কর্মসূচি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই কর্মসূচি ঘূর্ণিঝড় ও সুনামির ফলে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণে নিবেদিত। এটি সর্বনিম্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে (যেমন ইউনিয়ন ও গ্রাম) ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের মাধ্যমে মূলত বাংলাদেশের ১২ টি উপকূলবর্তী জেলাতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এর স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটি স্থানীয় গ্রামগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার এবং আগাম সতর্কীকরণ বার্তার প্রতি মানুষের আস্থা জোরদার করে আসছে। স্বেচ্ছাসেবীরা প্রতিটি গ্রামে সশরীরে গিয়ে মানুষকে ঘূর্ণিঝড়ের সকর্তীকরণ বার্তা জানিয়ে আসেন। এ নেটওয়ার্ক সরকার ও স্থানীয় পর্যায়ের মাঝে দূরত্ব হ্রাস করতে সাহায্য করে। এছাড়াও এর ফলে স্টেকহোল্ডারদের মাঝে আরো ভালো সমন্বয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে আস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সাফল্যের মূলে

রয়েছে এর সরল প্রকৃতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়াবলীর সমন্বয়, সমাজ ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী কাযক্রম এবং আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের নেটওয়ার্ক।[৩]

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD), জাতীয় পর্যায়ে ৯টি ও স্থানীয় পর্যায়ে ৬টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে । এতে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগের পরে সবার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ করা আছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC) জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় নিশ্চিত করবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। এই প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এসকল কমিটিকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (এনডিএমসি)" সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পরিকল্পনা কৌশলগত এবং ইস্যুসমূহ প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করার নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত "আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (আইএমডিএমসিসি)" দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি কাঠামো প্রস্তুত এবং এনডিএমসি ও সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (এনডিআরসিজি) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, দুর্যোগে সাড়াদান, দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সচল করা, দুর্গত এলাকা ঘোষনার সুপারিশ করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম সরাসরি ক্রয়ের ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরামর্শ, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলী এবং জরুরি সাড়াদান বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি" গঠন করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে "ভূমিকম্প প্রস্তুতি এবং সচেতনতা কমিটি (ইপিএসি)" গঠিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) পলিসি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির কাজ হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডকে নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব এ কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব-এর সভাপতিত্বে "ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকসন (এনপিডিআরআর)" গঠিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই প্লাটফর্মের মূল দায়িত্ব হচ্ছে-দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত সকল স্টেকহোল্ডাদের এবং নির্ধারিত উপকারভোগীদের প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব-এর সভাপতিত্বে গঠিত "ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়না বোর্ড (সিপিপিআইবি)" ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমের সকল কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) পরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে গঠিত "ফোকাল পয়েন্ট অপারেশন কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (এফপিওসিজি)" দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কার্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রস্তুতকৃত কনটিনজেন্সি প্ল্যানসমূহও পর্যালোচনা করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে গঠিত "এনজিও কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এনজিওসিসি)" দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সমন্বয় করে।

[৩] জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্বেচ্ছাসেবীদের অবদান।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে গঠিত "কমিটি ফর স্পীডি ডেসিমিনেশন এন্ড ডিটারমিনেশন অফ স্ট্র্যাটিজি অব স্পেশাল ওয়েদার বুলেটিন (সিএসডিডিএসএসডব্লিউবি)" দ্রুততার সাথে দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্কবার্তা/সংকেত প্রচারণার উপায় ও উপকরণসমূহ যাচাই ও নিশ্চিত করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে "ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এন্ড পাবলিক অ্যাওয়ারনেস টাস্কফোর্স (ডিএমটিপিএটিএফ)" গঠন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির সকল কর্মকান্ড সমন্বয় ও পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে এ টাস্কফোর্স কাজ করে।

স্থানীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহ

- দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক (ডিসি) এর সভাপতিত্বে গঠিত "জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ডিডিএমসি)" জেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পর্যালোচনা করে।
- প্রতিটি উপজেলা চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে গঠিত "উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউজেডডিএমসি)" উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পর্যালোচনা করে।
- ইউনিয়ন পর্যায়েইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে গঠিত "ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি)" সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।
- সিটি কর্পোরেশন মেয়র-এর সভাপতিত্বে "সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিসিডিএমসি)" কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।
- পৌরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি) মেয়র-এর সভাপতিত্বে গঠিত "পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (পিডিএমসি)" পৌর এলাকাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।

বাংলাদেশে এলসিজি-ডিইআর মানবিক সমন্বয়

দুর্যোগ ও জরুরি সাড়াদান বিষয়ক এলসিজি-ডিইআর ওয়ার্কিং গ্রুপ (LCG-DER) সকল প্রধান স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কৌশলগত ধারণা ও তথ্য বিনিময়ের জন্য সরকার ও তার উন্নয়ন সহযোগীদের কেন্দ্রীয় ফোরাম হিসেবে কাজ করে। এলসিজি'র ১৮ টি বিষয় ভিত্তিক ওয়ার্কি গ্রুপের একটি হিসেবে দুর্যোগ ও জরুরি সাড়াদানে (DER) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর পরিসরে (ঝুঁকিহ্রাস, পূর্বপ্রস্তুতি, সাড়াদান, ত্রাণ, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের মাঝে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের ম্যান্ডেট নিয়ে কাজ করছে। এলসিজি-ডিইআর এর কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করছেন যৌথভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী।

সারণি ২: মানবিক ক্লাস্টারসমূহ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

ক্লাস্টার	ক্লাস্টার লীড এজেন্সি	সরকারের মন্ত্রণালয়
খাদ্য নিরাপত্তা	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা	খাদ্য মন্ত্রণালয়
পুষ্টি	ইউনিসেফ	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
ওয়াশ	ইউনিসেফ	জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিপ্তর
শিক্ষা	ইউনিসেফ ও সেইভ দ্য চিলড্রেন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আশ্রয়	ইউএনডিপি ও আইএফআরসি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দ্রুত পুনরুদ্ধার	ইউএনডিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
লজিস্টিকস	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	-
শিশু প্রতিরক্ষা	ইউনিসেফ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০১২ সালে বাংলাদেশের মানবিক সমন্বয় ব্যবস্থার নিম্নোক্ত বিশদ পর্যালোচনা করা হয়, এবং এলসিজি-ডিইআর কর্তৃক একটি সংস্কারকৃত মানবিক সমন্বয় কাঠামো অনুমোদিত হয়। সংস্কারকৃত এই কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মানবিক সমন্বয় টাস্ক টিম (HCTT) ও এর আটটি মানবিক ক্লাস্টার (খাদ্য নিরাপত্তা; পুষ্টি; স্বাস্থ্য; পানি ও ওয়াশ; শিক্ষা, আশ্রয়, দ্রুত পুনরুদ্ধার, এবং লজিস্টিকস)। সম্প্রতি বাংলাদেশের মানবিক সমন্বয় কাঠামোতে শিশু প্রতিরক্ষা ক্লাস্টার যুক্ত হয়েছে। প্রতিটি ক্লাস্টারকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় সহযোগিতার ভিত্তিতে ও সরকারি সাড়াদান পরিকল্পনার সহায়তায় নিজ নিজ ক্ষেত্রের সকল সহযোগী সংস্থার মাঝে সাড়াদান নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই সাড়াদান হতে হবে সমন্বিত, সময়মতো এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক।

মানবিক সমন্বয় টাস্ক টিম বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রতি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারে সমন্বিত মানবিক প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণে সরকার ও আন্তর্জাতিক এ্যাক্টরদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। মানবিক সমন্বয় টাস্ক টিম বৃহত্তর এলসিজি-ডিইআর গ্রুপকে পরামর্শ প্রদান, এর পক্ষে স্বীকৃত কর্মকাণ্ডের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে পরামর্শক গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে।

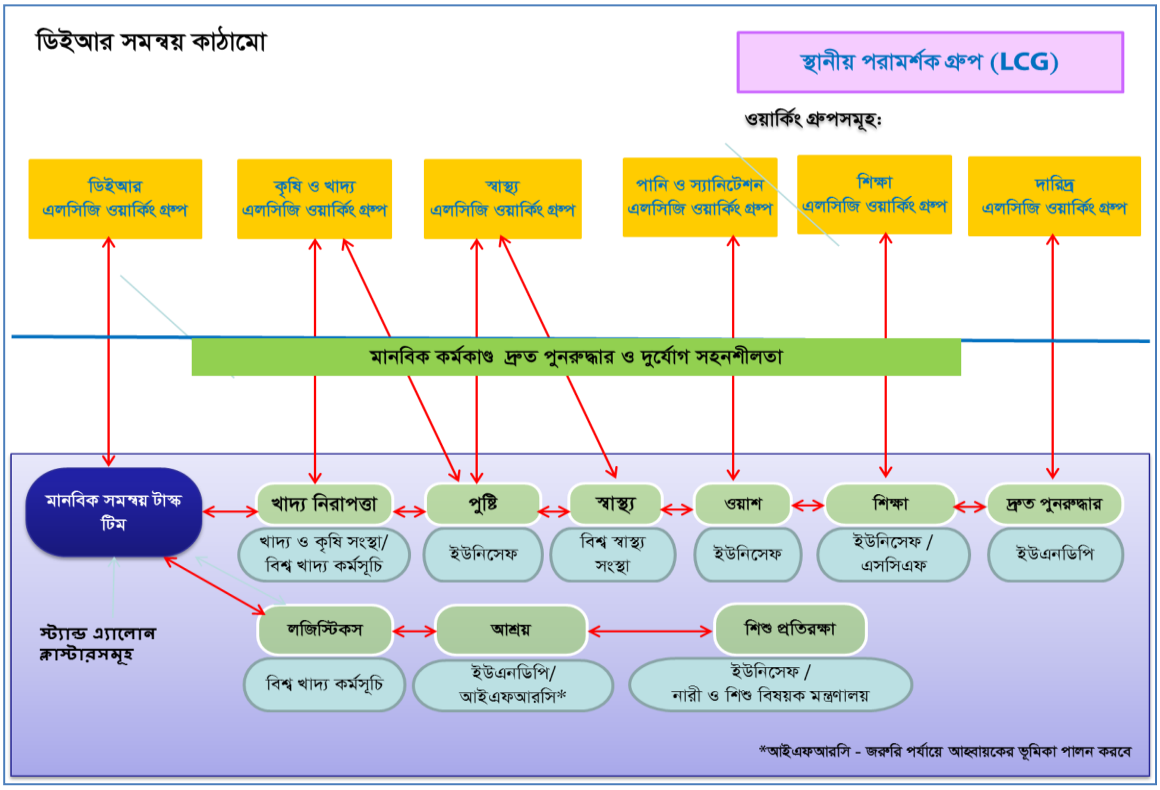

চিত্র ২: এলসিজি-ডিইআর সমন্বয় কাঠামো

ঘূর্ণিঝড়ের জন্য জরুরি প্রস্তুতির পরিকল্পনা

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুম এগিয়ে আসার সাথে সাথে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি (ERF), ইউএনডিপি'র সহায়তায় ঘূর্ণিঝড়ের জন্য জরুরি প্রস্তুতির পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রস্তুতি গ্রহণের পাঁচটি বিষয় জরুরি পূর্বপ্রস্তুতি পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত: ১) বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ; ২) বিপদাপন্ন এলাকাতে অগ্রিম জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ রাখা; ৩) তথ্য ব্যবস্থাপনা; ৪) স্থানীয় পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ; এবং ৫) সম্পদ সংগ্রহ।

কিভাবে কাঙ্খিত প্রস্তুতির পর্যায়ে পৌঁছোনো যায় এবং কিভাবে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকির প্রতি সাড়াদানের জন্য প্রয়োজন অনুসারে প্রস্তুত থাকা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে এই জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকল এ্যাক্টরকে সম্পৃক্ত করবে এবং সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এবং জরুরি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও সাড়াদান কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে সহায়তা করবে।

এই পরিকল্পনাটি দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) অনুযায়ী প্রণীত। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদান ম্যান্ডেটের সম্পূরক হিসেবে কাজ করতে ও তার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে অতীতে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় পূর্বপ্রস্তুতি ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে সাড়াদানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ২: আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় জনিত আপদ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যার বিশ্লেষণ

প্রায় ৭০০ কিলোমিটার উপকূলরেখা (উপকূলীয় এলাকার মোট ভূমির ২০%) নিয়ে বাংলাদেশের একটি বৃহৎ অংশ ঘূর্ণিঝড়ের প্রতি অতি মাত্রায় বিপদাপন্ন। বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলার মধ্যে ১২ টি জেলা ঘূর্ণিঝড়ে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও, এই এলাকাগুলোর বেশ কয়েকটি আবার বন্যা ও নদী ভাঙন প্রবণ। ঘূর্ণিঝড় যখন উপকূলের স্থলভাগে আঘাত হানে তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূল জোয়ারে প্লাবিত করে।

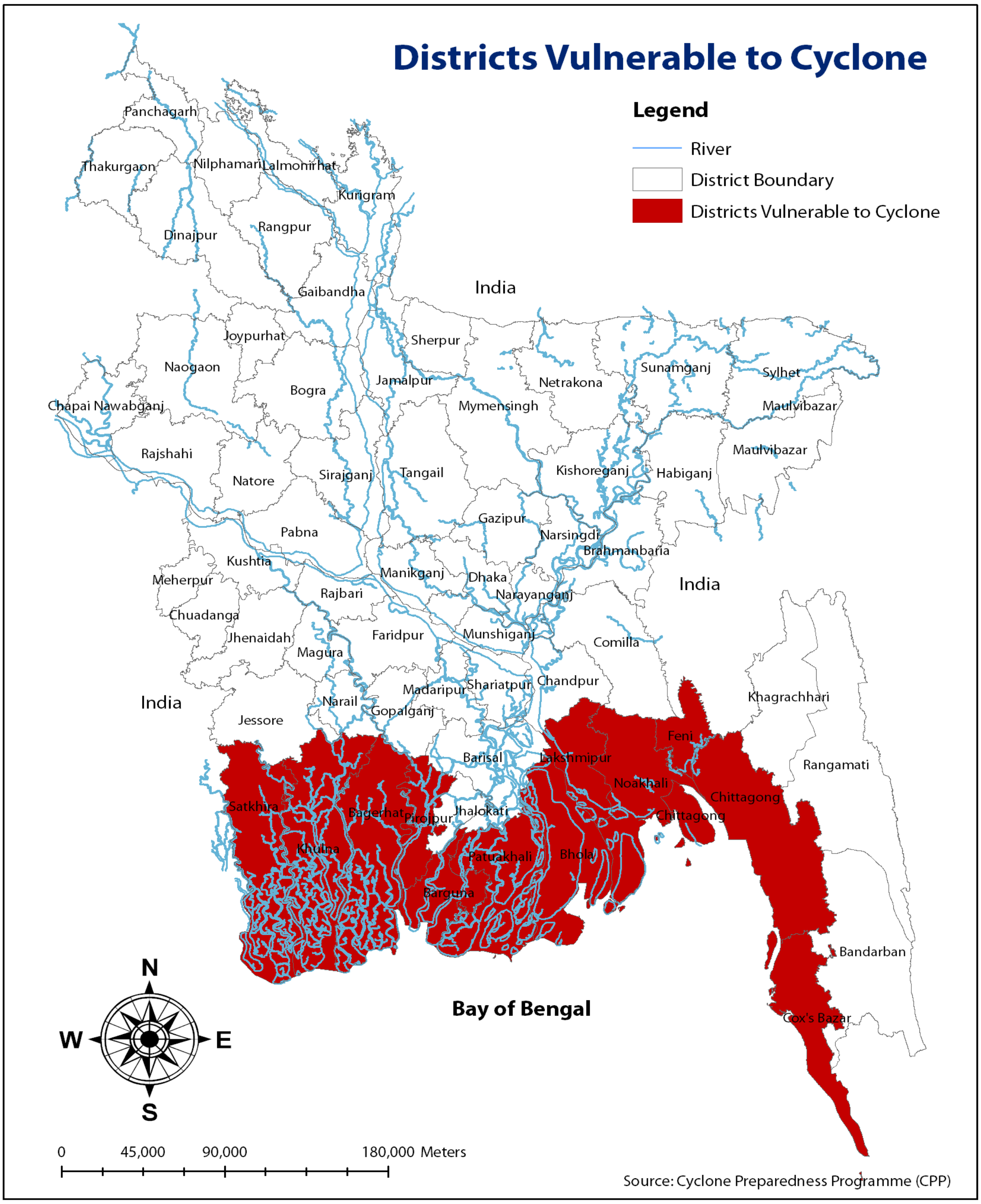

চিত্র ৩: ঘূর্ণিঝড়ে বিপদাপন্ন জেলাসমূহ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও উপকূল হতে দূরবর্তী দ্বীপসমূহ অত্যন্ত নিচু এলাকা। এসকল এলাকার ভূমি সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৩ মিটার নিচে অবস্থিত। এর ফলে এই এলাকাগুলো জলোচ্ছ্বাসজনিত প্লাবনের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল। এছাড়াও, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল উচ্চ মাত্রার ঘনবসতিপূর্ণ যেখানে ২৭ মিলিয়নের বেশি মানুষ ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে বসবাস করে। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রতি উচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্নতা এবং জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি বাংলাদেশের এই বিপদাপন্নতা আরো বৃদ্ধি করেছে।

সারণি ৩: ঘূর্ণিঝড়ে বিপদাপন্ন জনসংখ্যা

অবস্থান			***জনসংখ্যা (বিবিএস ২০১১)***	
বিভাগ	***জেলা***	***উপজেলা***	***মোট জনসংখ্যা***	***পরিবার***
বরিশাল	***বরগুনা***	***মোট***	***৭৮৪,০৭৬***	***১৮৫,১৭৩***
		আমতলী	২৭০,৮০২	৬৩,২১২
		তালতলী	৮৮,০০৪	১৬,৭৯০
		বরগুনা সদর	২৬১,৩৪৩	৬২,০৮৬
		পাথরঘাটা	১৬৩,৯২৭	৪৩,০৮৫
	ভোলা	***মোট***	***১,৭৭৬,৭৯৫***	***৩৭২,৭২৩***
		ভোলা সদর	৪৩০,৫২০	৮৮,০৬৮
		বোরহানউদ্দীন	২৩৩,৮৬০	৪৮,৫৩৪
		চরফ্যাশন	৪৫৬,৪৩৭	৯৪,৬৪৯
		দৌলতখান	১৬৮,৫৬৭	৩৪,৬৭০
		লালমোহন	২৮৩,৮৮৯	৬০,৯৮৮
		মনপুরা	৭৬,৫৮২	১৭,০৮০
		তজুমদ্দিন	১২৬,৯৪০	২৮,৭৩৪
	পটুয়াখালী	***মোট***	***৮২৫,৭৪০***	***১৮৮,৬৫৭***
		দশমিনা	১২৩,৩৮৮	২৮,৪৯০
		গলাচিপা	৩৬১,৫১৮	৮০,০৫৪
		কলাপাড়া	২৩৭,৮৩১	৫৭,৫২৫
		রাংগাবাঁলী	১০৩,০০৩	২২,৫৮৮
	পিরোজপুর	***মোট***	***২৬২,৮৪১***	***৬১,১৮৭***
		মঠবাড়িয়া	২৬২,৮৪১	৬১,১৮৭
চট্টগ্রাম	***চট্টগ্রাম***	***মোট***	***২,২৮৩,৪৫৭***	***৪৪৯,২২২***
		আনোয়ারা	২৫৯,০২২	৪৯,৯৬৬
		বাঁশখালী	৪৩১,১৬২	৮৪,২১৬
		মীরসরাই	৩৯৮,৭১৬	৭৯,৫৪৫
		পটিয়া	৫২৮,১২০	১০১,৫৯৯
		সন্দ্বীপ	২৭৮,৬০৫	৫৬,৬১৭
		সীতাকুণ্ড	৩৮৭,৮৩২	৭৭,২৭৯
	কক্সবাজার	***মোট***	***১,৮১৫,৯৭১***	***৩৩০,১১০***
		চকরিয়া	৪৭৪,৪৬৫	৮৮,৩৯১
		কক্সবাজার সদর	৪৫৯,০৮২	৮২,৬৮৩
		কুতুবদিয়া	১২৫,২৭৯	২২,৫৮৭
		মহেশখালী	৩২১,২১৮	৫৮,১৭৭
		পেকুয়া	১৭১,৫৩৮	৩১,৯৪৪
		টেকনাফ	২৬৪,৩৮৯	৪৬,৩২৮

অবস্থান			জনসংখ্যা (বিবিএস ২০১১)	
বিভাগ	জেলা	উপজেলা	মোট জনসংখ্যা	পরিবার
	ফেনী	মোট	২৬২,৫৪৭	৫০,১৬৭
		সোনাগাজী	২৬২,৫৪৭	৫০,১৬৭
	লক্ষীপুর	মোট	২৬১,০০২	৫৫,৬৪৪
		রামগতি	২৬১,০০২	৫৫,৬৪৪
	নোয়াখালী	মোট	১,৫১৮,৪৯০	২৯৫,৬৪৬
		কোম্পানিগঞ্জ	২৫০,৫৭৯	৪৯,০১৫
		হাতিয়া	৪৫২,৪৬৩	৯১,০১৩
		নোয়াখালী সদর	৫২৫,৯৩৪	১০০,২১৯
		সুবর্নচর	২৮৯,৫১৪	৫৫,৩৯৯
খুলনা	বাগেরহাট	মোট	২৫৫,৬৭২	৬০,৯৬৪
		মংলা	১৩৬,৫৮৮	৩২,৩৮৩
		শরণখোলা	১১৯,০৮৪	২৮,৫৮১
	খুলনা	মোট	৩৪৬,২৪৭	৮২,৩৪৭
		দাকোপ	১৫২,৩১৬	৩৬,৫৯৭
		কয়রা	১৯৩,৯৩১	৪৫,৭৫০
	সাতক্ষীরা	মোট	৫৮৭,০০৮	১৩৪,৩১৬
		আশাশুনি	২৬৮,৭৫৪	৬২,০৩৭
		শ্যামনগর	৩১৮,২৫৪	৭২,২৭৯
মোট			১০,৯৭৯,৮৪৬	২,২৬৬,১৫৬

*সিপিপি আওতাভুক্ত এলাকা অনুযায়ী ১২ টি জেলার বিপদাপন্ন উপজেলাসমূহ

বিদ্যমান বিপদাপন্নতা ও মানুষের খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি বিপদাপন্নতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন আরেকটি বিষয় হলো উপকূলবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলে মানুষের মাঝে বিরাজমান দারিদ্রের উচ্চ হার।[৫] প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্পদ ও অবকাঠামো ধ্বংস, এবং প্রাণহানি ও জিবিকার ক্ষতি করার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার অন্যদিকে দারিদ্রের উচ্চ হার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদে মানুষের খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতার উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাত এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও স্থলভাগে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে ফসল উৎপাদনের হার হ্রাস পেয়েছে, এবং ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষেত, চিংড়ির ঘের, সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামোর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার দরূণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছে। এতে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, আশ্রয় ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রতি একটি বড় মানবিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

দৃশ্যকল্প ও পরিকল্পনার অনুমান

উপরে উপস্থাপিত আপদ ও ঝুঁকির বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের অতীত ঘূর্ণিঝড় জনিত দুর্যোগের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড় জনিত দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানের প্রস্তুতির পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত দুটি দৃশ্যকল্প বিবেচনা করা হয়েছে। এই দুটি দৃশ্যকল্প অনুযায়ী মানবিক পরিস্থিতি ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদা সহকারে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

---

[৫] http://siteresources.worldbank.org/BANGLADESHEXTN/Resources/295759-1240185591585/BanglaPD.pdf এবং http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/UpdatingPovertyMapsofBangladesh.pdf

ক) দৃশ্যকল্প ১: ঘূর্ণিঝড় শ্রেণী ২

বাংলাদেশের দৰিণ-পূর্ব অঞ্চলে একটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এর ফলে পাঁচটি জেলাতে (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লৰীপুর) বন্যা দেখা দিয়েছে এবং অবকাঠামোর ৰয়ৰতি হয়েছে ও ৩.০৭ মিলিয়ন মানুষ (৫৯০,৪০১ টি পরিবার) প্রত্যৰভাবে ৰতিগ্রস্ত হয়েছে ।

দৃশ্যকল্পটিতে উল্লেখিত দুর্যোগের মাত্রা থেকে ধারণা করা যায় বাংলাদেশ সরকার একে "দুর্গত এলাকা" হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। দৃশ্যকল্প অনুযায়ী, গৃহীত প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের ফলে ছোট পরিসরের ঝড়, বন্যা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের আপদ যেমন আকস্মিক বন্যা, টর্নেডো ও ভূমিকম্প প্রভৃতিতে দ্রুত সাড়াদান সম্ভব হবে।

পরিকল্পনার অনুমান

সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদ ও সেবা এবং পরিবেশের উপরে দুর্যোগটির প্রভাব:

- আক্রান্ত জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে। এই জনসংখ্যার ৫০% এর বেশি দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগসহ ন্যুনতম আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্ন পর্যায়ের। এছাড়াও, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার মানুষেরা ২০১২ সালের জুন মাসে আকস্মিক বন্যাতে আক্রান্ত হয়েছিল। এ দুটি জেলার মানুষেরা উচ্চমাত্রার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টির শিকার।
- ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাড়িঘর, স্কুল ভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জাহাজ ও নৌকা, চিংড়ি ঘের এবং লবণের খামার ও অন্যান্য সরকারি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে; এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি হয়েছে। এছাড়াও, জিবিকা ও খাদ্যমজুদ ধ্বংস হয়েছে, প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও খাদ্যের উৎসের প্রাপ্যতা ব্যাহত হয়েছে।
- প্রাণহানি, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ও সম্ভাব্য রোগবালাই বৃদ্ধির ফলে মারাত্মক খাদ্য সংকট ও অপুষ্টির পূর্বাভাস অনুমান করা হচ্ছে।
- শিশু, নারী ও বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থ মানুষের বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
- এই মুহূর্তে অগ্রাধিকার ভিত্তিক জরুরি চাহিদা হলো বহনযোগ্য পানি সরবরাহ, পানির উৎসের পুনর্বাসন, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, অস্থায়ী আশ্রয়, অনুসন্ধান ও উদ্ধার সেবা।
- আরো বন্যা ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করতে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের মেরামত ও পুনর্বাসন।

অগ্রাধিকার ভিত্তিক মানবিক চাহিদার প্রাক্কলন:
যে চারটি চাহিদা এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত জনবসতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো খাদ্য, জরুরি আশ্রয়, পানি ও স্যানিটেশন এবং জরুরি স্বাস্থ্য সেবা।

সারণি ৪: মানবিক চাহিদার প্রাক্কলন

জেলা	উপজেলা	মোট পরিবারের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	পারিবারিক খাদ্য প্যাকেজ*	জরুরি আশ্রয় উপকরণ [৫]*	পরিবার কিট [৬]*	পানি ও স্যানিটেশন	জরুরি স্বাস্থ্য উপকরণ *
চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	৪৯,৯৬৬	২৪,৯৮৩	২৪,৯৮৩	৬,২৪৬	৬,২৪৬	২৪,৯৮৩	২৪,৯৮৩
	বাঁশখালী	৮৪,২১৬	৪২,১০৮	৪২,১০৮	১০,৫২৭	১০,৫২৭	৪২,১০৮	৪২,১০৮
	মীরসরাই	৭৯,৫৪৫	৩৯,৭৭৩	৩৯,৭৭৩	৯,৯৪৪	৯,৯৪৪	৩৯,৭৭৩	৩৯,৭৭৩
	পটিয়া	১০১,৫৯৯	৫০,৮০০	৫০,৮০০	১২,৭০০	১২,৭০০	৫০,৮০০	৫০,৮০০
	স্বন্দ্বীপ	৫৬,৬১৭	২৮,৩০৯	২৮,৩০৯	৭,০৭৮	৭,০৭৮	২৮,৩০৯	২৮,৩০৯
	সীতাকুণ্ড	৭৭,২৭৯	৩৮,৬৪০	৩৮,৬৪০	৯,৬৬০	৯,৬৬০	৩৮,৬৪০	৩৮,৬৪০
কক্সবাজার	চকরিয়া	৮৮,৩৯১	৪৪,১৯৬	৪৪,১৯৬	১১,০৪৯	১১,০৪৯	৪৪,১৯৬	৪৪,১৯৬
	কক্সবাজার সদর	৮২,৬৮৩	৪১,৩৪২	৪১,৩৪২	১০,৩৩৬	১০,৩৩৬	৪১,৩৪২	৪১,৩৪২
	কুতুবদিয়া	২২,৫৮৭	১১,২৯৪	১১,২৯৪	২,৮২৪	২,৮২৪	১১,২৯৪	১১,২৯৪
	মহেশখালী	৫৮,১৭৭	২৯,০৮৯	২৯,০৮৯	৭,২৭৩	৭,২৭৩	২৯,০৮৯	২৯,০৮৯
	পেকুয়া	৩১,৯৪৪	১৫,৯৭২	১৫,৯৭২	৩,৯৯৩	৩,৯৯৩	১৫,৯৭২	১৫,৯৭২
	টেকনাফ	৪৬,৩২৮	২৩,১৬৪	২৩,১৬৪	৫,৭৯১	৫,৭৯১	২৩,১৬৪	২৩,১৬৪
ফেনী	সোনাগাজী	৫০,১৬৭	২৫,০৮৪	২৫,০৮৪	৬,২৭১	৬,২৭১	২৫,০৮৪	২৫,০৮৪
লক্ষীপুর	রামগতি	৫৫,৬৪৪	২৭,৮২২	২৭,৮২২	৬,৯৫৬	৬,৯৫৬	২৭,৮২২	২৭,৮২২
নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	৪৯,০১৫	২৪,৫০৮	২৪,৫০৮	৬,১২৭	৬,১২৭	২৪,৫০৮	২৪,৫০৮
	হাতিয়া	৯১,০১৩	৪৫,৫০৭	৪৫,৫০৭	১১,৩৭৭	১১,৩৭৭	৪৫,৫০৭	৪৫,৫০৭
	নোয়াখালী সদর	১০০,২১৯	৫০,১১০	৫০,১১০	১২,৫২৮	১২,৫২৮	৫০,১১০	৫০,১১০
	সুবর্নচর	৫৫,৩৯৯	২৭,৭০০	২৭,৭০০	৬,৯২৫	৬,৯২৫	২৭,৭০০	২৭,৭০০
মোট		১,১৮০,৭৮৯	৫৯০,৪০১	৫৯০,৪০১	১৪৭,৬০৫	১৪৭,৬০৫	৫৯০,৪০১	৫৯০,৪০১

খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল

সরকারি উদ্যোগ:
দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ, প্রস্তুতি ও সাড়াদানে বাংলাদেশ সরকারের একটি শক্তিশালী কৌশল রয়েছে, যা ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আরো জোরদার করা হয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থাতে জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তাৎক্ষণিক সাড়াদানে সরকারের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য রয়েছে।

দুর্যোগ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সরকার প্রতি বছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বার্ষিক সম্পদ বরাদ্দ দিয়ে থাকে (নগদ অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী উভয় প্রকার)। এছাড়াও, কোনো দুর্যোগের ঘটনার পরে চাহিদা অনুযায়ী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল" সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দ দেয়া হয়। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে যেহেতু দুর্যোগের উচ্চ মাত্রার প্রভাবের দরূণ মানবিক চাহিদার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়, এসকল চাহিদা পূরণ করতে আন্তর্জাতিক সম্পদ সহায়তা প্রয়োজন।

সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল:
চট্টগ্রাম অঞ্চলের আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখানে সামাজিক বন্ধন দৃঢ়, দ্রুত স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করা যায় এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মাঝে ও একই কমিউনিটির অভ্যন্তরে খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণ

[৫] আক্রান্ত ২৫% পরিবারের জন্য জরুরি আশ্রয় উপকরণ
[৬] আক্রান্ত ২৫% পরিবারের জন্য পারিবারিক কিট

সামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বণ্টন করা সম্ভব। এই এলাকাতে দুর্যোগের পরে মানুষ সাধারণত আত্মীয়, প্রতিবেশী ও এলাকার অন্যান্য বাসিন্দাদের নিকট হতে বিকল্প আবাসন সহায়তা গ্রহণ করে থাকে।

চট্টগ্রাম বিভাগে মোট ১৯৯৮ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র আছে। স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমের মাধ্যমে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সতর্কীকরণ বার্তা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনসাধারণের মাঝে পৌছে দেয়া হয়।

সারণি ৫: জেলা ভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা

ক্রমিক	জেলা	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা
১.	চাঁদপুর	৮০
২.	চট্টগ্রাম	৬৭৯
৩.	কক্সবাজার	৬২১
৪.	ফেনী	৭৬
৫.	লক্ষীপুর	২৪২
৬.	নোয়াখালী	৩০০
	মোট	**১৯৯৮**

তথ্যসূত্র: সিডিএমপি (CDMP)

সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা:

- ঘূর্ণিঝড় আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থাটি বেশ কার্যকর। তবে, সমাজ ও পরিবার পর্যায়ে সময়মতো তথ্য পৌছে দেয়া এবং সীমিত সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক মানুষের আশ্রয় প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এখনো একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।
- ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত মূল দুটি উপকরণ হলো এসওএস-ফরম ও ডি-ফরম। তবে, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, তথ্য/প্রতিবেদনের মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিবেদন প্রচার ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।
- বেইসলাইন তথ্য উপাত্তের অভাব, দুর্যোগের প্রভাবের মাত্রা বিশ্লেষণ ও অনুমানের কাজে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- পূর্ব থেকে মজুদ রাখা ত্রাণ সামগ্রীর ভিত্তিতে বলা যায় খাদ্য সামগ্রী মোটামুটিভাবে পর্যাপ্ত এবং এগুলো স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে আশ্রয় উপকরণ ও খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী মজুদ করা এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে সেগুলো দ্রুত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় ও ঘূর্ণিঝড়ে সাড়াদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করতে হবে (মানব সম্পদ, অফিস উপকরণ ও আর্থিক সম্পদ)।
- দুর্যোগে প্রধান সাড়াদানকারী পক্ষ হলো সরকার। তবে সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করে। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান ও প্রাপ্ত সম্পদের সমন্বয় করতে কার্যকর সমন্বয় কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহ (DMC) জেলা ও উপজেলা উভয় পর্যায়ে সমন্বয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সহায়তা করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকর সচিবালয় গড়ে তুলতে হবে।

খ) দৃশ্যকল্প ২: ঘূর্ণিঝড় শ্রেণী ৪

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে একটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এর ফলে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের সাতটি জেলাতে বন্যা দেখা দিয়েছে এবং অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যাতে ২.৮৯ মিলিয়ন মানুষ (৬৫১,২২৮ টি পরিবার) প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

দৃশ্যকল্পটিতে উল্লেখিত দুর্যোগের মাত্রা থেকে ধারণা করা যায় বাংলাদেশ সরকার একে "দুর্গত এলাকা" হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। দৃশ্যকল্প অনুযায়ী, গৃহীত প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের ফলে ছোট পরিসরের ঝড় ও বন্যাসহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের আপদ যেমন আকস্মিক বন্যা, টর্নেডো, ভূমিকম্প প্রভৃতিতে দ্রুত সাড়াদান সম্ভব হবে।

পরিকল্পনার অনুমান

সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদ ও সেবা এবং পরিবেশের উপরে দুর্যোগটির প্রভাব:

- আক্রান্ত জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে, যাদের ৫০% এর বেশি জাতীয় দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এসকল মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগসহ বেইসলাইন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্ন পর্যায়ের। এছাড়াও, খুলনা ও বরিশাল এলাকার মানুষেরা ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর ও ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার শিকার হয় এবং সম্প্রতি জলাবদ্ধতার শিকার হয়। এই দুটি এলাকার মানুষেরা উচ্চমাত্রার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টির শিকার।
- আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যার একটি বড় অংশ উপকূলবর্তী এলাকাতে বসবাস করে এবং সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের পরে তাৎক্ষণিক যে প্রভাব পড়েছে তা হলো বাড়িঘর, স্কুল ভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জাহাজ ও নৌকা, চিংড়ি ঘের, এবং লবণের খামার ও অন্যান্য সরকারি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে; এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি হয়েছে। এছাড়াও, জিবিকা ও খাদ্যমজুদ ধ্বংস হয়েছে, প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও খাদ্যের উৎসের প্রাপ্যতা ব্যাহত হয়েছে।
- প্রাণহানি, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ও সম্ভাব্য রোগবালাই বৃদ্ধির ফলে মারাত্মক খাদ্য সংকট ও অপুষ্টির পূর্বাভাস অনুমান করা হচ্ছে।
- শিশু, নারী ও বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থ মানুষের বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পাবে।
- এই মুহূর্তে অগ্রাধিকার ভিত্তিক জরুরি চাহিদা হলো বহনযোগ্য পানি, পানির উৎসের পুনর্বাসন, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, অস্থায়ী আশ্রয়, অনুসন্ধান ও উদ্ধার সেবা।
- আরো বন্যা ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করতে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের মেরামত ও পুনর্বাসন করা প্রয়োজন।

সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল:

দুর্যোগ সহনশীলতার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের বেশ সুনাম রয়েছে। দুর্যোগে বিপদাপন্ন বাংলাদেশের আক্রান্ত জনগোষ্ঠীগুলো বছরের পর বছর ধরে দুর্যোগের আঘাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে দুর্যোগ সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের প্রভাবের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা রয়েছে। তবে, সরকারের সহায়তা সামগ্রী ও সেবার ব্যাপক ঘাটতিও রয়েছে। উক্ত বাস্তবাতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান দুর্যোগের প্রভাবের সাথে সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশলের বিষয়টি সবসময় দুর্যোগ হ্রাস সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। যেহেতু দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে একই ধরনের দক্ষতা, সম্পদ, জ্ঞান ও মূল্য ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, এ থেকে বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বাংলাদেশে দুর্যোগে সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল অতীতের মতোই সামাজিক মূলধন ও সংকটকালে একের প্রতি অন্যের সহমর্মিতার অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত। অতীতে সংঘটিত দুর্যোগের ঘটনাগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিরা দুর্যোগের সময় অতি দ্রুততার সাথে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আক্রান্ত মানুষের পাশে এসে দাড়ায়।

অগ্রাধিকার ভিত্তিক মানবিক চাহিদার প্রাক্কলন:

যে চারটি চাহিদা এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত জনবসতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো খাদ্য, জরুরি আশ্রয়, পানি ও স্যানিটেশন, এবং জরুরি স্বাস্থ্য সেবা।

সারণি ৬: মানবিক চাহিদার প্রাক্কলন

জেলা	উপজেলা	মোট পরিবারের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা [২]*	পরিবার ভিত্তিক খাদ্য প্যাকেজ	জরুরি আশ্রয় কিট [৪]*	পরিবার কিট [৩]*	পানি ও স্যানিটেশন	জরুরি স্বাস্থ্য কিট
বরগুনা	আমতলী	৬৩,২১২	৩৭,৯২৮	৩৭,৯২৮	১২,৫১৭	১২,৫১৭	৩৭,৯২৮	৩৭,৯২৮
	তালতলী	১৬,৭৯০	১০,০৭৪	১০,০৭৪	২,৫১৯	২,৫১৯	১০,০৭৪	১০,০৭৪
	বরগুনা সদর	৬২,০৮৬	৩৭,২৫২	৩৭,২৫২	১২,২৯৪	১২,২৯৪	৩৭,২৫২	৩৭,২৫২
	পাথরঘাটা	৪৩,০৮৫	২৫,৮৫১	২৫,৮৫১	৮,৫৩১	৮,৫৩১	২৫,৮৫১	২৫,৮৫১
ভোলা	ভোলা সদর	৮৮,০৬৮	৫২,৮৪১	৫২,৮৪১	১৭,৪৩৮	১৭,৪৩৮	৫২,৮৪১	৫২,৮৪১
	বোরহানউদ্দিন	৪৮,৫৩৪	২৯,১২১	২৯,১২১	৯,৬১০	৯,৬১০	২৯,১২১	২৯,১২১
	চরফ্যাশন	৯৪,৬৪৯	৫৬,৭৯০	৫৬,৭৯০	১৮,৭৪১	১৮,৭৪১	৫৬,৭৯০	৫৬,৭৯০
	দৌলতখান	৩৪,৬৭০	২০,৮০২	২০,৮০২	৬,৮৬৫	৬,৮৬৫	২০,৮০২	২০,৮০২
	লালমোহন	৬০,৯৮৮	৩৬,৫৯৩	৩৬,৫৯৩	১২,০৭৬	১২,০৭৬	৩৬,৫৯৩	৩৬,৫৯৩
	মনপুরা	১৭,০৮০	১০,২৪৮	১০,২৪৮	৩,৩৮২	৩,৩৮২	১০,২৪৮	১০,২৪৮
	তজুমদ্দিন	২৮,৭৩৪	১৭,২৪১	১৭,২৪১	৫,৬৯০	৫,৬৯০	১৭,২৪১	১৭,২৪১
পটুয়াখালী	দশমিনা	২৮,৪৯০	১৭,০৯৪	১৭,০৯৪	৫,৬৪২	৫,৬৪২	১৭,০৯৪	১৭,০৯৪
	গলাচিপা	৮০,০৫৪	৪৮,০৩৩	৪৮,০৩৩	১৫,৮৫১	১৫,৮৫১	৪৮,০৩৩	৪৮,০৩৩
	কলাপাড়া	৫৭,৫২৫	৩৪,৫১৫	৩৪,৫১৫	১১,৩৯০	১১,৩৯০	৩৪,৫১৫	৩৪,৫১৫
	রাংগাবাঁলী	২২,৫৮৮	১৩,৫৫৩	১৩,৫৫৩	৩,৩৮৮	৩,৩৮৮	১৩,৫৫৩	১৩,৫৫৩
পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	৬১,১৮৭	৩৬,৭১৩	৩৬,৭১৩	১২,১১৬	১২,১১৬	৩৬,৭১৩	৩৬,৭১৩
বাগেরহাট	মংলা	৩২,৩৮৩	১৯,৪৩০	১৯,৪৩০	৬,৪১২	৬,৪১২	১৯,৪৩০	১৯,৪৩০
	শরণখোলা	২৮,৫৮১	১৭,১৪৯	১৭,১৪৯	৫,৬৬০	৫,৬৬০	১৭,১৪৯	১৭,১৪৯
খুলনা	দাকোপ	৩৬,৫৯৭	২১,৯৫৯	২১,৯৫৯	৭,২৪৭	৭,২৪৭	২১,৯৫৯	২১,৯৫৯
	কয়রা	৪৫,৭৫০	২৭,৪৫০	২৭,৪৫০	৯,০৫৯	৯,০৫৯	২৭,৪৫০	২৭,৪৫০
সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৬২,০৩৭	৩৭,২২৩	৩৭,২২৩	১২,২৮৪	১২,২৮৪	৩৭,২২৩	৩৭,২২৩
	শ্যামনগর	৭২,২৭৯	৪৩,৩৬৮	৪৩,৩৬৮	১৪,৩১২	১৪,৩১২	৪৩,৩৬৮	৪৩,৩৬৮
সর্বমোট		১,০৮৫,৩৬৭	৬৫১,২২৮	৬৫১,২২৮	২১৩,০২৪	২১৩,০২৪	৬৫১,২২৮	৬৫১,২২৮

<u>খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল</u>

সরকারি উদ্যোগ:

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরন, প্রস্তুতি ও সাড়াদানে বাংলাদেশ সরকারের একটি শক্তিশালী কৌশল রয়েছে, যা ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আরো জোরদার করা হয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থাতে জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তাৎক্ষণিক সাড়াদানে সরকারের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য রয়েছে।

দুর্যোগ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সরকার প্রতি বছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বার্ষিক সম্পদ বরাদ্দ দিয়ে থাকে (নগদ অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী উভয় প্রকার)। এছাড়াও কোনো দুর্যোগের ঘটনার পরে চাহিদা অনুযায়ী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল" সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দ দেয়া হয়। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে, যেহেতু দুর্যোগের উচ্চ মাত্রার প্রভাবের দরুণ মানবিক চাহিদার মাত্রাও বেশি, এসকল চাহিদার প্রয়োজন মেটাতে আন্তর্জাতিক সম্পদ সহায়তা প্রয়োজন।

[২] দুর্যোগে মোট ৬০% পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়

[৪] ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩% পরিবারের জরুরি আশ্রয় কিট

[৩] ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩% পরিবারের জন্য পারিবারিক কিট

সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল:

খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের আক্রান্ত জনগোষ্ঠীসমূহের অতীতে দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখানে সমাজিক বন্ধন দৃঢ়, দ্রুত স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করা যায় এবং এখানে বিভিন্ন কমিউনিটির মাঝে ও একই কমিউনিটির অভ্যন্তরে ও খাদ্য এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বণ্টন করা সম্ভব। এই এলাকাতে দুর্যোগের পরে মানুষ সাধারণত আত্মীয়, প্রতিবেশী ও এলাকার অন্যান্য বাসিন্দাদের নিকট হতে বিকল্প আবাসন সহায়তা গ্রহণ করে থাকে।

খুলনা ও বরিশাল বিভাগে মোট ১৭৪১ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র আছে। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমের মাধ্যমে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সতর্কীকরণ বার্তা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনসাধারণের মাঝে পৌছে দেয়া হয়।

সারণি ৭: জেলা ভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা
১.	বরিশাল	বাগেরহাট	১৬৩
২.	বরিশাল	বরগুনা	২১৬
৩.	বরিশাল	বরিশাল	৫২
৪.	বরিশাল	ভোলা	৬৭৭
৫.	বরিশাল	ঝালকাঠি	১৭
৬.	বরিশাল	পটুয়াখালী	৩৪০
৭.	বরিশাল	পিরোজপুর	৭০
	বরিশালে মোট		***১৫৩৫***
৮.	খুলনা	খুলনা	১২৪
৯.	খুলনা	সাতক্ষীরা	৮২
	খুলনায় মোট		২০৬
	সর্বমোট		১৭৪১

তথ্যসূত্র: সিডিএমপি (CDMP)

সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা:

- ঘূর্ণিঝড় আগাম সতর্কীরকরণ ব্যবস্থাটি বেশ কার্যকর। তবে, সমাজ ও পরিবার পর্যায়ে সময়মতো তথ্য পৌছে দেয়া এবং সীমিত সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক মানুষের আশ্রয় প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এখনো একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।
- ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত মূল দুটি উপকরণ হলো এসওএস-ফরম ও ডি-ফরম। তবে, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, তথ্য/প্রতিবেদনের মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিবেদন প্রচার ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।
- বেইসলাইন তথ্য উপাত্তের অভাব দুর্যোগের প্রভাবের মাত্রা বিশ্লেষণ ও অনুমান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- পূর্ব থেকে মজুদ রাখা ত্রাণ সামগ্রীর ভিত্তিতে বলা যায় খাদ্য সামগ্রী মোটামুটিভাবে পর্যাপ্ত, এবং এগুলো স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে আশ্রয় উপকরণ ও খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী মজুদ করতে হবে এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে সেগুলো দ্রুত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় ও ঘূর্ণিঝড়ে সাড়াদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করতে হবে (মানব সম্পদ, অফিস উপকরণ, ও আর্থিক সম্পদ)।
- দুর্যোগে প্রধান সাড়াদানকারী পক্ষ সরকার। তবে সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করে। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান ও প্রাপ্ত সম্পদের সমন্বয় করতে কার্যকর সমন্বয় কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহ (DMC) জেলা ও উপজেলা উভয় পর্যায়ে সমন্বয় করে এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে। জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সহায়তা করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকর সচিবালয় গড়ে তুলতে হবে।

জরুরি সাড়াদানের লক্ষ্য:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে (২০১২) "দুর্গত এলাকা" দুর্যোগের ঘোষণা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ক. ধারা ২৩ এর উপধারা (১) এ বলা আছে 'ধারা ২২ ও উপধারা (১) অনুযায়ী কোনো এলাকাকে "দুর্গত এলাকা" হিসেবে ঘোষণা করা হলে সরকার, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সরকারি, আধা-সরকারি সংস্থা এবং এই আইনের অধীনে গঠিত বিভিন্ন কমিটিসমূহকে নিম্নলিখিত বিশেষ করণীয় কার্যাবলী সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারে:

১. দুর্যোগ অবস্থা মোকাবেলায় দুর্গত এলাকায় আক্রান্ত এলাকাতে সরকারি ও বেসরকারি মজুদে থাকা সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
২. প্রয়োজনে অনুযায়ী অতিরিক্ত সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
৩. জননিরপত্তা এবং আইন-শংখলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;
৪. জান-মাল ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
৫. স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ. ধারা ২৩ এর উপধারা (২) এ বলা আছে 'উপধারা (১) এর অধীন নির্দেশপ্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তরসহ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকল কার্মকর্তা ও কার্মচারী উহা পালন করতে ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে।

এই জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ্য হলো একটি কার্যকর, সময়মতো ও সমন্বিত সাড়াদান নিশ্চিতকরণ ও নেতৃত্ব প্রদানে সরকারের বিদ্যমান সক্ষমতা জোরদারকরণ যা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের উপরে দুর্যোগের ঝুঁকি ও প্রভাব হ্রাস করবে।

জরুরি সাড়াদানে বাংলাদেশ সরকারের আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP)

সময়সীমা	করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
০-২৪ ঘণ্টা	○ এসওএস ফরমের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ; ○ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং পিআইও এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবেদন পেশ; ○ দুর্যোগের জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানে যেক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেক্ষেত্রে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি মিটিং আহ্বান করবে। একইভাবে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভার আয়োজন করবে। ○ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে (DMIC) প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রাথমিক তথ্য প্রদান; ○ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন; ○ তাৎক্ষণিকভাবে জীবন রক্ষাকারী ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ; ○ চিকিৎসা সেবা টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স টিম মোতায়েন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়; ○ প্রাথমিক চিকিৎসা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের তত্ত্বাবধান; এবং ○ অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, পিআইও, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ
২৪-৭২ ঘণ্টা	○ ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ; ○ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ও পিআইও'র মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণলয়ে প্রতিবেদন পেশ; ○ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে দুর্যোগ	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, পিআইও, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সময়সীমা	করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
	ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে জরুরি ত্রাণ বরাদ্দ (বিনামূল্যে চাল, নগদ অর্থ, জরুরি আশ্রয়ের উপকরণ) ও বিতরণ; ○ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রএ্যকটিভ হয়েও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকুলে জরুরি ত্রাণ বরাদ্দ (বিনামূল্যে চাল, নগদ অর্থ, জরুরি আশ্রয়ের উপকরণ) করবে; ○ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে ত্রাণ বিতরণ পরিবীক্ষণ করা; ○ চিকিৎসা সেবা টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স টিম মোতায়েন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়; এবং ○ প্রাথমিক চিকিৎসা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের তত্ত্বাবধান।	কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ
১-৪ সপ্তাহ	○ ডি-ফরম এ প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য যাচাইকরণ; ○ ডি-ফরম পূরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের লক্ষ্যে সম্পদ বরাদ্দ নির্ধারণ; ○ স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়ন বিষয়ে ফলো-আপ করা; ○ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করে ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার সমন্বয় করা; ○ যথাযথ বিতরণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক একই ধরনের উদ্যোগের পুনরাবৃত্তি এড়ানো নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় সাধন; ○ মাঠ পর্যায়ে সাড়াদান কর্মকাণ্ড নজরদারি করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে মনিটরিং টিম প্রেরণ; ○ বাহ্যিক কোনো সহায়তার প্রয়োজন হলে জাতীয় পর্যায়ে মিটিং আহ্বান করা (দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রাণলয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর নেতৃত্বে); ○ জরুরি সাড়াদান যথাযথভাবে তদারকি করতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরিবহন সহায়তা প্রদান; এবং ○ সাড়াদান বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, পিআইও, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত অফিস সমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / অধিদপ্তরসমূহ
২-৩ মাস	○ পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ (জীবিকা, গৃহায়ন, ও অন্যান্য); ○ পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে যৌথ উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় (পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল, শিক্ষা, কৃষি, ইত্যাদি); ○ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং আহ্বান; ○ তদারকির উদ্দেশ্যে পরিদর্শন; ○ সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কাজে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়; এবং ○ সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, পিআইও, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত অফিস সমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / অধিদপ্তরসমূহ

পরিচ্ছেদ ৩: ত্রাণ সামগ্রীর অগ্রীম মজুদ

২০১৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) ত্রাণ ও অন্যান্য উপকরণাদির মজুদ রাখা শুরু করেছে, যাতে ঘূর্ণিঝড়ে সাড়াদানের উদ্যোগ সঠিক সময়ের মধ্যে গ্রহণ সম্ভব হয়।

নিচের সারণিতে জরুরি সাড়াদানে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারের নিকট প্রস্তুত রাখা বর্তমান ত্রাণ ও অন্যান্য সামগ্রীর মজুদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৮: জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর অগ্রীম সরকারি মজুদ

সামগ্রী	সরকার/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দকৃত	লক্ষ্যমাত্রা (পরিবারের সংখ্যা)
নগদ অর্থ	৪৪,৪০০,০০০ টাকা নগদ অর্থ বরাদ্দ	১৪,৮০০ টি পরিবার
খাদ্য সমাগ্রী	১৯,১০০ মেট্রিক টন বিনামূল্যে প্রদত্ত ত্রাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ	৯৫৫,০০০টি পরিবার
খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী	৩৩২,২৮৬ টি কম্বল	৩৩২,২৮৬ টি পরিবার
জরুরি আশ্রয়	২২,৩১২ বান্ডিল ঢেউটিন ৬৬,৯৩৬,০০০ টাকা ঢেউটিন ও গৃহনির্মণের জন্য বরাদ্দ	৭,৪৩৭ টি পরিবার

সারণি ৯: জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর অগ্রীম বেসরকারি মজুদ

সামগ্রী	অন্যান্য স্টেকহোল্ডার কর্তৃক বরাদ্দকৃত	লক্ষ্যমাত্রা (পরিবারের সংখ্যা)
নগদ অর্থ	২০,৯১১,৬০০ টাকা নগদ অর্থ বরাদ্দ	৬,৯৭২ টি পরিবার
খাদ্য সমাগ্রী	৭,৬০০ টি খাদ্য প্যাকেজ ৫ মেট্রিক টন চাল ৫ মেট্রিক টন চিড়া ৫ মেট্রিক টন ডাল ১,৯০০ খাদ্য বাক্র	৭,৬০০ টি পরিবার ১০,০০০ টি পরিবার ১০,০০০ টি পরিবার ১০,০০০ টি পরিবার
খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী	১,৫০০ টি কিট সেট (খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী) ২৯৬ টি শাবল ৫০০ টি মোমবাতি ৩,০০০ টি দিয়াশলাই বাক্র ২ টি ধ্বংসাবশেষ ব্যবস্থাপনা কিট ৩ টি মোবাইল কিচেন ৩৪ টি বোর্ড ৫,০৪৪ ওজন মাপার মেশিন ৫০ টি টেপ ৫৪৭ সেট খেলার উপকরণ	১,৫০০ টি পরিবার ২৯৬ টি পরিবার ৫০০ টি পরিবার ৩,০০০ টি পরিবার ২০০ টি পরিবার ৩০ টি পরিবার
জরুরি আশ্রয়	১,৬০০ টি গৃহনির্মাণ টুলকিট ৫,০০০ টি গৃহনির্মাণ সামগ্রী ৫,০০০ টি আশ্রয় প্যাকেজ ১২৪ টি প্লাস্টিক শীট ৫০০ বান্ডেল রশি	১,৬০০ টি পরিবার ৫,০০০ টি পরিবার ৫,০০০ টি পরিবার ১২৪ টি পরিবার ১২২ টি পরিবার
পানি ও স্যানিটেশন	১,০০০ টি ওয়াশ প্যাকেজ ১০,৯৬৩ টি হাইজিন কিট সেট ৮,১৭১ টি হাইজিন কিট সেট (প্রতিবন্ধীদের জন্য) ৯৫,১২০ টি বালতি ও জেরিক্যান ৭,৯৮৭,২৮০ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ৩১৭,৫৮৪ প্যাকেট পানি বিশুদ্ধকরণ পাউডার ৯,৬০০ টি গোসলের সাবান ১৩ টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট ২৬ টি পানির ট্যাংক	১,০০০ টি পরিবার ১০,৯৬৩ টি পরিবার ৮,১৭১ টি পরিবার ৯৫,১২০ টি পরিবার ৩১৯,৪৮৭টি পরিবার ২১,০০০ টি পরিবার ৪,৮০০ টি পরিবার ৬৫০ টি পরিবার ১,২৭৪ টি পরিবার

সামগ্রী	অন্যান্য স্টেকহোল্ডার কর্তৃক বরাদ্দকৃত	লক্ষ্যমাত্রা (পরিবারের সংখ্যা)
	৪,০২২ প্লাস্টিক প্যান ১৩ টি পানির কিট সেট ৫,৬৪৭ টি জরুরি পায়খানা ৭৫০ টি অস্থায়ী নলকূপ	৪,০২২ টি পরিবার ৩০০ টি পরিবার ৫,৬৪৭ টি পরিবার ৭৫০ টি পরিবার
জরুরি শিক্ষা	২৭ সেট খেলার উপকরণ ৬০ টি শিক্ষা ও খেলার উপকরণের সেট	২৭ টি পরিবার ১,৫০০ টি পরিবার
জরুরি স্বাস্থ্য সেবার উপকরণ	৫০০ শিশুর জন্য খাবার ৫০০ টি স্যানিটারি ন্যাপকিন ১৬৭ টি সুরক্ষা বাক্স ১৭,৭৭৭ টি সিরিঁজ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যাবস্থা	৫০০ টি পরিবার ৫০০ টি পরিবার সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতাল
স্বেচ্ছাসেবক	স্বেচ্ছাসেবক সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক	২,০২০ জন ৪৯,৩৬৫ জন
লজিস্টিক	বোট রেডিও মেগাফোন	১১ টি ১৭ টি ৩ টি

তথ্যসূত্র বেসরকারি এ্যাক্টরবৃন্দ *(ActionAid Bangladesh, Care Bangladesh, OXFAM, Islamic Relief Bangladesh, Terre des hommes Foundation, Christian Aid, Save the Children, WHO, Shishilan, UNICEF, UNDP)*

জরুরি স্বাস্থ্য সেবা:
সংকটকালে সাড়াদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করেছে। এছাড়াও দুর্যোগকালে স্বাস্থ্য সেবার বিষয় নজরদারি করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহকারে স্বাস্থ্য সেবা নজরদারি টিম রয়েছে।

জরুরি যোগাযোগ:
কার্যকরভাবে মানবিক ত্রাণ উদ্যোগেসমূহ পরিচালনার জন্য শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের গুরুত্ব অনুধাবন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর একটি শক্তিশালী জরুরি যোগাযোগ কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য কাজ করছে। এই কার্যক্রম সম্পদ ও মেবাইল প্রযুক্তি অবকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে দুর্যোগে সাড়াদানে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য নেটওয়ার্ক (DMIN) এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এটি এমন একটি ওয়েব পোর্টাল যাতে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, অন্যান্য সরকারি সংস্থা, এবং বেসরকারি সংস্থা ও সাধারণ নাগরিকদের সাথে সংযোগ স্থাপিত আছে। এখানে একটি ইন্টারনেট পোর্টালে ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের সম্পদ ও যোগাযোগ বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এই পোর্টালটির দায়িত্বে নিয়োজিত আছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে অবস্থিত দুর্যোগ ব্যস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC)। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ এর সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিষ্ঠিত National Disaster Response Coordination Cell (NDRCC) গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সিপিপি ওয়্যারলেস সিস্টেম:
দুর্যোগকালে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সহায়তা হিসেবে কাজ করে।
বর্তমানে ৩৭ টি উপজেলাতে ৮৫ টি উদ্ধারকারী নৌকা প্রস্তুত রাখা আছে যার প্রতিটি ২৫-৩০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র:
বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলদেশের ১৩ টি উপকূলীয় জেলাতে মোট ৩৭৭০ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। *পরিশিষ্ট-৪* এ এসকল আশ্রয় কেন্দ্রের অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৪: তথ্য ব্যবস্থাপনা

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC)

যে কোনো জরুরি দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কার্যকর ও সমন্বিত সাড়াদান নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো জাতীয় পর্যায়ে একটি জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (EOC)। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ে একটি জাতীয় সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) স্থাপন করা হয়েছে । এটি তথ্য, সম্পদ ও কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনার জন্য সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী এই কেন্দ্র জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপকে (NDRCG) সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। উন্নততর যোগাযোগের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রকে (NDRCC) জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪ নম্বর ভবনের ৪১৫ নম্বর কক্ষে অবস্থিত। ফোন নম্বর: ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬ ও মোবাইল নম্বর: ০১৭৫৫৫৫০০৬৭।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি হ্রাস, আপদ সম্পর্কে আগাম সতর্কীকরণ, জরুরি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত একটি তথ্য ভাণ্ডার। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, প্রস্তুতি, আপদ সম্পর্কে আগাম সতর্কীকরণ, জরুরি সাড়াদান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, জরুরি ত্রাণ, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন ইত্যাদি কর্মকান্ড সংক্রান্ত একটি তথ্য ভান্ডার। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সকল ডিআরআরও ও পিআইও অফিসে এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাসমূহে সিপিপি'র মাধ্যমে আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা হয়।

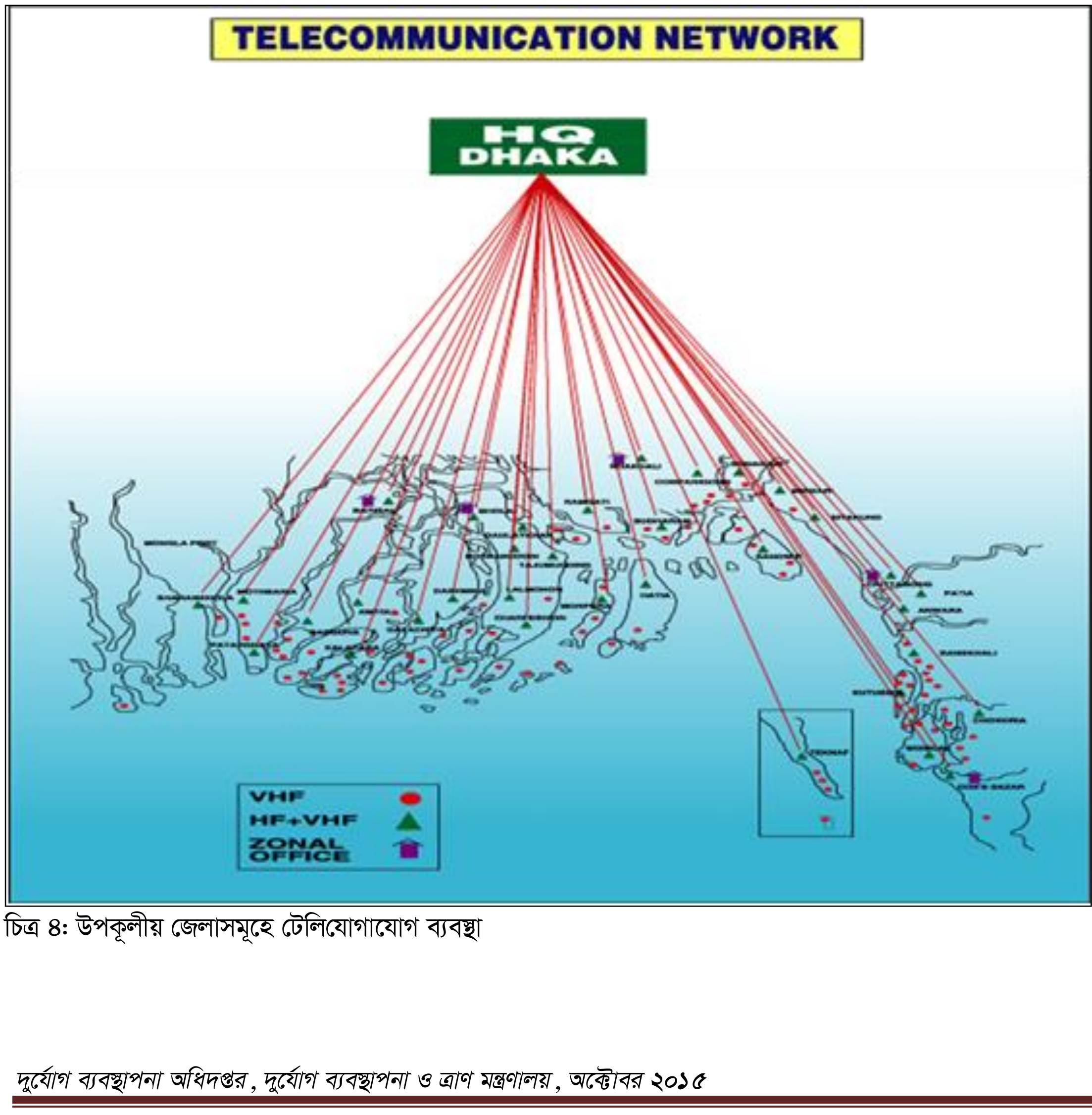

চিত্র ৪: উপকূলীয় জেলাসমূহে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD) হলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের একটি সরকারি সংস্থা। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: সমগ্র দেশের আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ; আবহাওয়ার আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার; আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও জলবায়ু সংক্রান্ত সেবা প্রদান; এবং সাধারণ মানুষ, কৃষি, নৌ চলাচল, পরিবেশ, বেসামরিক বিমান চলাচল, পানি সম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহ সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানকে আবহাওয়া সংক্রান্ত আগাম সতর্কীকরণ। গভীর সমুদ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি বা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে বিএমডি থেকে সতর্ক সংকেত জারি করা হয়। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের বাতাসের গতিবেগ ও সমুদ্র উপকূল থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে সতর্ক সংকেত নির্ধারণ করে তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-কে জানানো হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জরুরি কার্যক্রম শুরু করে।

বেতার ও টেলিভিশন

বিভিন্ন এলাকার মানুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বেশিরভাগ মানুষ বেতার ও টেলিভিশনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনে থাকে এবং তা থেকে আবহওয়া সংক্রান্ত বার্তা পেয়ে থাকে। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ তাঁদের অসহায়ত্বের কথা বলেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে তাঁদের বার্তা আদান প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী সুবিধা, জনবল, ক্ষমতা ও আর্থিক সহায়তা নেই। বিদ্যমান বার্তাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে এলাকা ভিত্তিক নয় এবং সেগুলো হালনাগাদকৃত বিপদের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও এসকল বার্তা ব্যাখ্যা করাও কঠিন। সম্প্রতিকালে ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের জরুরি সতর্ক সংকেত প্রচারে এসকল কেন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও উপকুলীয় ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে টেলিভিশন এর সংস্থান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইন্টারএ্যক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বন্যা পরিস্থিতি ও ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত বার্তা প্রচারের জন্য পরিক্ষামূলকভাবে আইভিআর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে টেলিটক নামক সেল ফোন অপারেটর আইভিআর সেবা প্রদান করছে। এতে যে কোনো সেল ফোন থেকে ১০৯৪১ নম্বরে ডায়াল করে বার্তা শোনা যায়। বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) ও সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (CDMP) আইভিআর ব্যবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে।

শর্ট মেসেজ সার্ভিস (SMS)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) শর্ট মেসেজ সার্ভিসের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত বার্তা প্রচারের জন্য ব্যবস্থা চালু করেছে। এই সেবার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় মহাসেনের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর উপকুলীয় জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জেলা প্রশাষক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিআরআরও এবং পিআইওদের মাঝে ৫০০০ মেসেজ প্রদান করে।

কমিউনিটি রেডিও

স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে সমাজের কল্যাণার্থে নির্দিষ্ট সমাজ ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সরকার সারাদেশে মোট ১৪ টি (২টি প্রস্তাবিত) কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্রের লাইসেন্স অনুমোদন করেছে।

সারণি ৯: কমিউনিটি রেডিওর তালিকা

ক্রমিক	কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্রের নাম	অবস্থান
১.	কৃষি, খামারবাড়ি, ঢাকা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	আমতলী উপজেলা, বরগুনা
২.	রেডিও চিলমারী, আরডিআরএস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	চিলমারী, কুড়িগ্রাম
৩.	লোকবেতার, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	বরগুনা সদর, বরগুনা
৪.	নালতা রেডিও, নালতা হাসপাতাল ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৫.	রেডিও মুক্তি, এলডিআরএস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	শেরপুর, বগুড়া
৬.	রেডিও পল্লীকথা	মৌলভীবাজার সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার
৭.	রেডিও সাগরগিরি, ইয়াং পাওয়ার ইন সেশাল এ্যাকশন	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

ক্রমিক	কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্রের নাম	অবস্থান
	(YPSA) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	
৮.	রেডিও বারীন্দ, হিউম্যান রাইটস্ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	নওগাঁ সদর উপজেলা, নওগাঁ
৯.	রেডিও মহানন্দা, প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	চাপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলা, চাপাই নবাবগঞ্জ
১০.	রেডিও পদ্মা, সিসিডি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	রাজশাহী সদর, রাজশাহী
১১.	রেডিও ঝিনুক, সৃজনী বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, ঝিনাইদহ
১২.	রেডিও বিক্রমপুর, ইসি বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ
১৩.	রেডিও সুন্দরবন, ব্রডকাস্টিং এশিয়া ইন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	কয়রা উপজেলা, খুলনা
১৪.	রেডিও নাফ, এ্যালায়েন্স ফর কোঅপারেশন এ্যান্ড লিগ্যাল এইড ইন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার
১৫.	রেডিও মেঘনা (প্রস্তাবিত)	চরফ্যাশন. ভোলা
১৬.	রেডিও স্বন্দীপ (প্রস্তাবিত)	হাতিয়া, নোয়াখালী

তথ্যসূত্র: (BNNRC) - বাংলাদেশ এনজিও'জ নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এ্যান্ড কমিউনিকেশন

চিত্র ৫: এলাকা ভিত্তিক মানুষের নিকট বন্যা সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার প্রক্রিয়া

তবে মিডিয়াম রেডিয়াস আর্মেচার রেডিও বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য সবচেয়ে কার্যকর। ঘূর্ণিঝড়জনিত দুর্যোগের জরুরি পরিস্থিতিতে বিশেষ করে স্থানীয় এ্যাক্টরবৃন্দ কর্তৃক জরুরি তথ্য প্রচার এবং সাড়াদান কর্মকাণ্ড জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সহণীয় পর্যায়ে সীমিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে জীবনরক্ষাকারী উপকরণাদি সরবরাহ সংক্রান্ত ও গুরুত্বপূণ চারটি প্রশ্ন (4W) বিষয়ে (কে, কী কাজ, কোথায়, কখন করতে হবে), স্বাস্থ্য ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য (মহামারি), ফসল রক্ষা (লবণাক্ত পানি সাগর অভিমুখে ফিরিয়ে দেয়া), নিরাপদ আবর্জনা অপসরণ ব্যবস্থা, স্থানীয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মৃত প্রাণীসমূহের মৃতদেহ ধ্বংস ইত্যাদি।

তথ্য ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে মহাসেন এর অভিজ্ঞতা হতে লব্ধ শিক্ষা

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ১০ মে ২০১৩ তারিখে গভীর সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় সনাক্ত করে ৩ নং সতর্ক সংকেত প্রদান করা হয়। উপকূল থেকে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের দূরত্ব ছিল ২৮৩ মাইল। কেন্দ্রে বাতাশের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটার। ১৩ মে ২০১৩ তারিখে ৪ নং সতর্ক সংকেত প্রদান করা হয়। ঘূর্ণিঝড় এগিয়ে আসলে আবহাওয়া অফিসের ৪ নং সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে সচিবের সভাপতিত্বে সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা করে করণীয় নির্ধারণ করে ডিডিএম, সিপিপি এবং জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। পুনরায় আবহাওয়া অফিস থেকে ৬ নং সংকেত জারি করা হলে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আইএমডিএমসিসি-র সভা করে ব্যাপক করণীয় নির্ধারণ পূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য ডিডিএম, সিপিপি, ডিডিএমসি, ইউজেডডিএমসি, ইউডিএমসি কে জানিয়ে দেওয়া হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি ও মানুষের করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার শুরু করা হয়। সমুদ্রে মাছ ধরার সকল নৌকা ও ট্রলারকে ফিরে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়। উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চল থেকে মানুষ, তাদের গৃহপালিত পশু ও মূল্যবান বস্তুসহ নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনতে বলা হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ছুটি বাতিল করে সকলকে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার কাজে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।

ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' মোকাবেলায় সরকার সকল প্রকার পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (CPP) সদস্য, সিপিপির ৪৯৩৬৫ জন স্বেচ্ছাসেবক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ ও রেড ক্রিসেন্ট সদস্য ১৫ টি উপকূলবর্তী জেলাতে দ্রুততার সাথে দুর্যোগস্থলে পৌছে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত মানুষকে সেবা প্রদানে নিয়োজিত করা হয়| স্থানীয় জন প্রতিনিধিরাও একাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১২ টি উপকূলবর্তী জেলাতে মাত্র ২৪ ঘন্টায় ৯৫৬,৬৭১ জন মানুষকে ৩,২৯৬ টি নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। এছাড়াও, প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ নিজ উদ্যোগে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান নিয়েছিল।

কক্সবাজার ও অন্যান্য অঞ্চলের পর্যটন হোটেলগুলো যে রকম স্বতস্ফুর্তভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। বেশিরভাগ হোটেলই বহুতল ভবন বিশিষ্ট, এবং তারা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে আনা মানুষদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল। বাংলাদেশের উপকূলে ঘন ঘন জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয় এবং এতে প্রচুর প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। তবে ঘূর্ণিঝড় মহাসেন মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতাটির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা হলো পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্রের অভাব। ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা উপকূলীয় জেলাগুলোতে আরো ৩,০০০ টি মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেল্টার তৈরির প্রয়োজন রয়েছে।

১৬ মে, ২০১৩ তারিখে মহাসেন সমুদ্র উপকূলে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড় মহাসেনের ফলে যদিও ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, তবে মৃত্যুর হার ও ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে বলা যায়, এই ঘূর্ণিঝড়টির কবল থেকে এক অর্থে বাংলদেশ বেঁচে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ ছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত সতর্ককতা ও করণীয় বিষয়ক নির্দেশাবলী না মানা। এবার উপকূলবর্তী বিপদাপন্ন এলাকাগুলোতে আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার ও সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কর্তৃক লাউড স্পিকার ব্যবহার করে সতর্কীকরণ ঘণ্টা বাজানো কার্যকর হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থার তথ্য প্রচার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। NDRCC থেকে সকাল-বিকাল ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ গণমাধ্যম কিছুক্ষণ পর পর সর্বশেষ পরিস্থিতি ও সতর্ক সংকেত প্রচারে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ভবিষ্যৎ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট সময়মতো তথ্য প্রেরণে পিআইও (PIO) এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের ভূমিকা আরো ত্বরান্বিত করতে হবে।

ইউএনডিপি'র আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত জরুরি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পরিকল্পনা দ্রুত ও কার্যকর সাড়াদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জরুরি প্রস্তুতিতে সহায়তাকরণে যথেষ্ট কার্যকর ছিল।

চাহিদা নিরূপণ

ক) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত টুলসমূহ ব্যবহার করে দুর্যোগের ঘটনার পরপরই ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করতে এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে এবং জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অধিদপ্তরকে কাজে লাগায়[১০]:

এসওএস-ফরম:

- প্রাথমিক নিরীক্ষণমূলক জরিপ: আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক এক ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও জাতীয় দুর্যোগ ও ত্রাণ সমন্বয় কেন্দ্রে উপ-জেলা পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

ডি-ফরম:

- আদর্শ জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ;
- ক্ষয়ক্ষতির ধরন অনুযায়ী (আংশিক/সম্পূর্ণ) ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করতে বেইসলাইন তথ্য-উপাত্ত/পরিসংখ্যান বিবেচনা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর তার মাঠকর্মীদের সহায়তায় ডি-ফরম পূরণের একটি সহজ দিকনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে কাজ করছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের তথ্য/প্রতিবেদন কিভাবে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে পৌছায় তা নিচের চিত্রটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

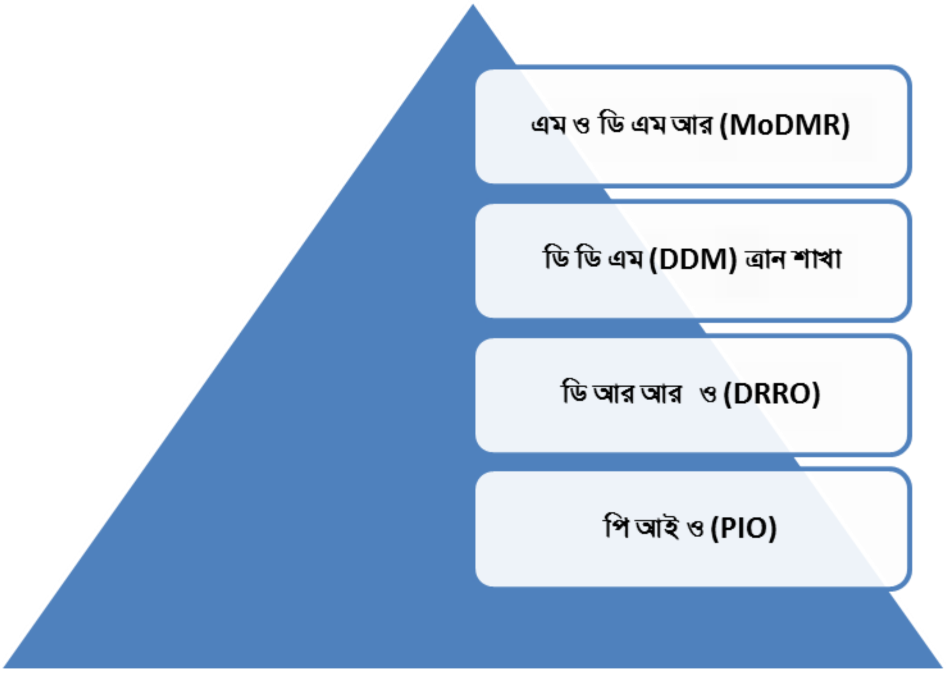

চিত্র ৬: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণের পর্যায় কাঠামো

[১০] উপরে উল্লেখিত জরুরি সাড়াদানে বাংলাদেশ সরকারের আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) দ্রষ্টব্য

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সহায়তায়, বিশেষ করে পিআইওরা (PIOs) ডি-ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ডিআরআরও (DRROs) অফিসে পাঠায়। একাধিক উপজেলার তথ্য একত্র করে ডি-ফরম এর কপিসহ তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ডি-ফরম পূরণের জন্য একটি সহজ নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং বর্তমানে ৬৪ জন প্রধান প্রশিক্ষক (master's trainers) সারাদেশে পিআইওদের (PIOs) জন্য একই ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন।

খ) মানবিক চাহিদা নিরূপণ (এইচসিটিটি কর্তৃক)
২৪ মে ২০১২ তারিখে এলসিজি ও ডিইআর সরকারের নেতৃত্বে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত একটি যৌথ চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি গ্রহণ করে। পর্যায় ০ হলো প্রস্তুতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য; পর্যায় ১ হলো প্রাথমিক ৭২ ঘণ্টা; এবং পর্যায় ২ হলো দুর্যোগের ঘটনার পর প্রথম দুই সপ্তাহ।

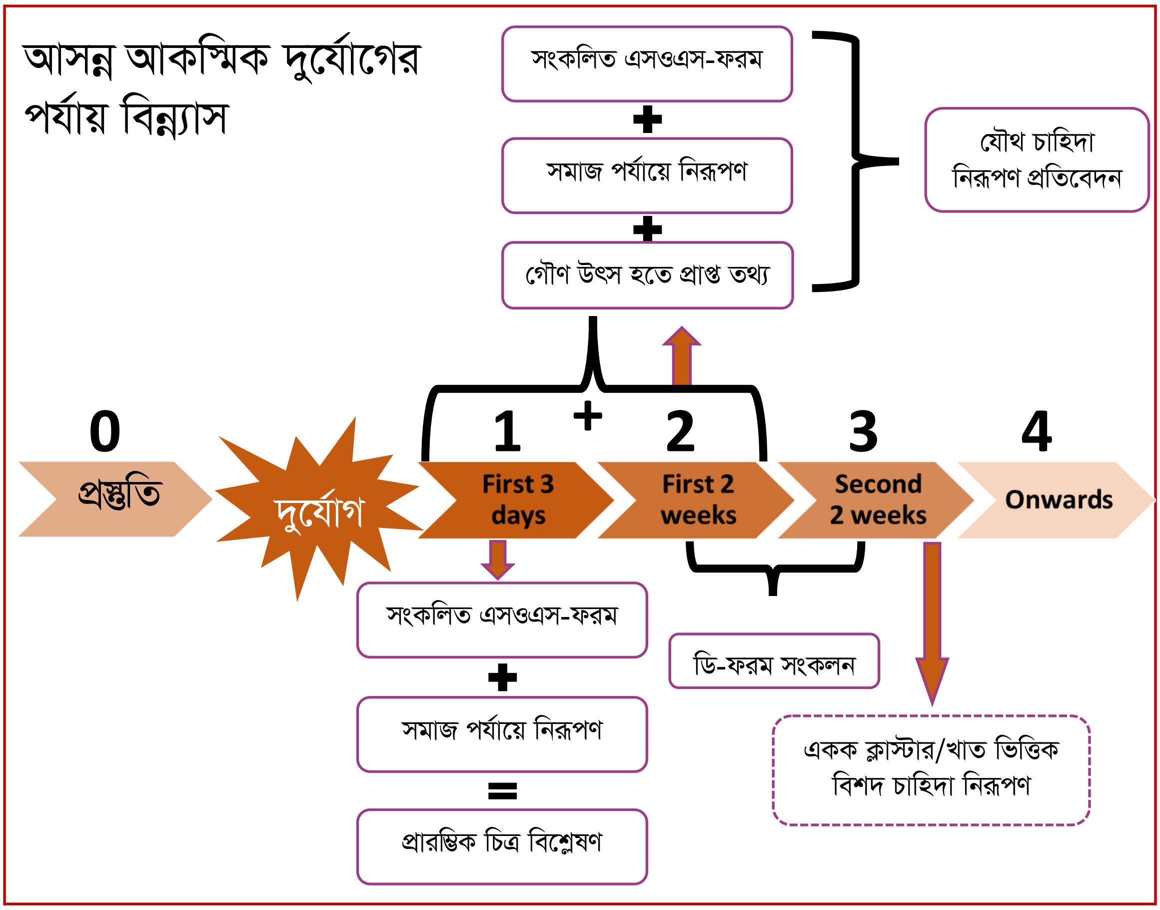

চিত্র ৭: বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে যৌথ চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি

এটি যৌথ চাহিদা নিরূপণ ও সাড়াদান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট চাহিদা সঠিক সময়ের মধ্যে পূরণ নিশ্চিত করে। পর্যায় ১ এর সহায়ক উপকরণাদি ও এই পর্যায়ের চাহিদা নিরূপণ সম্পন্ন হয়েছে।

নির্দিষ্ট খাত ভিত্তিক আরো বিশদ চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত পর্যায় ১ ও পর্যায় ২ এর চাহিদা নিরূপণের ফলাফলের উপরে ভিত্তি করে গৃহীত হয়।

পরিচ্ছেদ ৫: স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে আসন্ন দুর্যোগ মৌসুয়ে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে পত্র লেখা হয়।

জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা:
ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের বিপদাপন্ন জেলার জেলা প্রশাসক ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমের জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রয়োজন অনুসারে ত্রাণ ও অন্যান্য সামগ্রী মজুদ করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ***সভার*** আয়োজন করবেন।

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা:
ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের বিপদাপন্ন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমের জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ***সভার*** আয়োজন করবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ ইউনিয়নের আওতাধীন গ্রামে বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা:
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ ইউনিয়নের আওতাধীন গ্রামে বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার আয়োজন করবেন।

জরুরি যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ঠিকানা ও নম্বরের তালিকা:
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঠিকানা ও জরুরি যোগাযোগের নম্বর হালননাগাদ করেছে (***পরিশিষ্ট*** ৩ দ্রষ্টব্য)।

জরুরি ত্রাণ সামগ্রী আগাম মজুদকরণ:
সরকারি ও বেসরকারি এ্যাক্টরবৃন্দ ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি হিসেবে কতিপয় ত্রাণ সামগ্রী আগাম মজুদের ব্যবস্থা করে থাকে। সরকার ও অন্যান্য মানবিক সংস্থা কর্তৃক সংগ্রহ ও আক্রান্ত এলাকাতে প্রেরণের জন্য আগাম মজুদকৃত জরুরি ত্রাণ সামগ্রী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ***পরিশিষ্ট*** **১** ও **২** দেখুন।

পরিচ্ছেদ ৬: সম্পদ সংগ্রহ

দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনরুদ্ধারে অর্থায়নের সরকারি উৎস

২০১২ সালে প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ৩২ ধারায় জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" ও "জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" নামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল সৃষ্টির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তহবিলে অর্থের উৎস

ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সরকার "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" ও "জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" নামে দুটি আলাদা তহবিল সৃষ্টি করবে। নিম্নোক্ত উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা করা হবে:

- সরকারি অনুদান
- সরকারের অনুমোদনক্রমে যে কোনো বিদেশী সরকার বা সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
- যে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
- স্থানীয় পর্যায়ের কোনো সম্মানীত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত দান
- অন্য যে কোনো বৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ

খ. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলে জমাকৃত অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো রাষ্ট্রীয় তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

গ. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালিত হবে এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব ও যুগ্ম সচিব (ত্রাণ) এর যৌথ স্বাক্ষরে উহার ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে ।

ঘ. জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে হবে এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা ত্রাণ পুনর্বাসন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে উহার ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে ।

ঙ. "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" এবং "জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" পরিচালনা পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে উক্ত তহবিলসমূহ পরিচালনা এবং উহাদের অর্থ ব্যয় করা হবে।

চ. দুর্যোগকালে বা দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সরাসরি বৈদেশিক ত্রাণ ও অন্যান্য সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে|

ছ. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, উপ-ধারা (১) অধীন তহবিল গঠন ছাড়াও কেন্দ্রিয় ত্রাণ ভাণ্ডার ও জেলা ত্রাণ ভাণ্ডার স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে|

জ. উপ-ধারা (৮) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্ত উপ-ধারার অধীন কেন্দ্রীয় ত্রাণ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান কেন্দ্রীয় ত্রাণ ভাণ্ডার এবং উহার জেলা পর্যায়ে গুদামসমূহের পরিচালনা অধিদপ্তর কর্তৃক এমনভাবে অব্যাহত রাখা যাবে যেন উহা এ আইনের অধীন স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছে|

দুর্যোগের ত্রাণ ও পুনরুদ্ধারে অর্থায়নে বেসরকারি উৎস

কতিপয় মানবিক সংগঠন জরুরি সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ডে সরকারের মানবিক সাহায্য তৎপরতায় স্ব-উদ্যোগে সম্পূরক সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে। এমন সংস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- বিশ্বব্যাংক (WB), এডিবি (ADB), ইকো (ECHO), ডিএফআইডি (DFID), ইসি (EC), ইউএসএইড (USAID), এসডিসি (SDC), ডিএফএটি-অস্ট্রেলিয়া (DFAT-Australia), জাইকা (JICA), ইকেএন (EKN), কোইকা (KOICA), প্রভৃতির মতো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থা।

- জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), ইউনিসেফ (UNICEF), ইউএনডিপি (UNDP), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), আইওএম (IOM)।

- রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট: আইএফআরসি (IFRC), বিডিআরসিএস (BDRCS)
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ
- বেসরকারি খাত: ডাচ বাংলা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক ও বেসরকারি সংস্থা

নিচের সারণিতে ২০০৯ সালের ২৫ মে তারিখে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় আইলা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক অর্থায়নের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রদত্ত তথ্য বাংলাদেশে জরুরি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশের উন্নয়নে সম্ভাব্য অংশীদারদের সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা প্রদান করে। এসকল উন্নয়ন অংশীদার সংস্থা ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক দাতা ও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক এনজিও দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকাগুলোতে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

সাড়াদানের পর্যায়	অনুদানের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)	দাতা
জরুরি পর্যায়: প্রথম দুই মাস	১২,৩৩০,০০০	ইকো (ECHO), আইএফআরসি (IFRC), ইউএসএইড (USAID), ও এসডিসি (SDC)
পর্যায় ১: আগস্ট ২০০৯ - মে ২০১০	৪৬,০০০,০০০	ইকো (ECHO), ইসি (EC), ডিএফআইডি (DFID), ইউএসএইড (USAID), আইএফআরসি (IFRC), ইউনিসেফ (UNICEF), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) এসডিসি (SDC), ইউএনডিপি (UNDP) ++
পর্যায় ২: মে ২০১০ - মে ২০১১	৯,১১০,০০০	
পর্যায় ৩: মে ২০১১- ডিসেম্বর ২০১১	১৭,৩০০,০০০	
মোট	*৮৪,৭৪০,০০০*	

পরিশিষ্ট ১: ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ, সরকারি (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর)

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জেলাভিত্তিক জিআর চাল বরাদ্দ/মজুদ এর বিবরণঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ: ০৪-১০-২০১৫ খ্রি:।

ক্রঃনং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন) (জেলা প্রশাসন হতে টেলিফোনে প্রাপ্ত তথ্যমতে বর্তমান মজুদ)					
		ক্যাটাগরি	পূর্বের বরাদ্দ (মেঃটন)	-	মোট বরাদ্দ (মেঃটন)	এ পর্যন্ত ব্যয়	বর্তমান মজুদ
০১.	ঢাকা	বিশেষ শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	৩৯.০০০	১৬১.০০০
০২.	গাজীপুর	বিশেষ শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	-	২০০.০০০
০৩.	ময়মনসিংহ	বিশেষ শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	০৪.০০০	১৯৬.০০০
০৪.	ফরিদপুর	A শ্রেণী	৩০০.০০০	-	৩০০.০০০	২০০.০০০	১০০.০০০
০৫.	কিশোরগঞ্জ	A শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	০২.০০০	১৯৮.০০০
০৬.	নেত্রকোনা	A শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	৭১.০০০	১২৯.০০০
০৭.	টাংগাইল	A শ্রেণী	৪০০.০০০	-	৪০০.০০০	১৬০.০০০	২৪০.০০০
০৮.	নরসিংদী	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০
০৯.	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০
১০.	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	০৬.০০০	১৯৪.০০০
১১.	নারায়নগঞ্জ	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	১০.০০০	১৪০.০০০
১২.	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০
১৩.	জামালপুর	B শ্রেণী	৬০০.০০০	-	৬০০.০০০	৩৩৫.০০০	২৬৫.০০০
১৪.	শরীয়তপুর	B শ্রেণী	২৫০.০০০	-	২৫০.০০০	৩৪.০০০	২১৬.০০০
১৫.	রাজবাড়ী	B শ্রেণী	৩০০.০০০	-	৩০০.০০০	১০৯.০০০	১৯১.০০০
১৬.	শেরপুর	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	০২.০০০	১৪৮.০০০
১৭.	মাদারীপুর	C শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	৬১.০০০	৮৯.০০০
১৮.	চট্রগ্রাম	বিশেষ শ্রেণী	৮০০.০০০	-	৮০০.০০০	৬৪০.০০০	১৬০.০০০
১৯.	কক্সবাজার	A শ্রেণী	৮০০.০০০	-	৮০০.০০০	৬১৪.০০০	১৮৬.০০০
২০.	রাংগামাটি	A শ্রেণী	৩৫০.০০০	-	৩৫০.০০০	১৪৭.০০০	২০৩.০০০
২১.	খাগড়াছড়ি	A শ্রেণী	২৫০.০০০	-	২৫০.০০০	৩১.০০০	২১৮.০০০
২২.	কুমিল্লা	A শ্রেণী	৭৫০.০০০	-	৭৫০.০০০	৬৫৩.০০০	৯৭.০০০
২৩.	ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া	A শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	-	২০০.০০০
২৪.	চাঁদপুর	A শ্রেণী	২৫০.০০০	-	২৫০.০০০	২১.৫০০	২২৮.৫০০
২৫.	নোয়াখালী	A শ্রেণী	৭৫০.০০০	-	৭৫০.০০০	৪৫৪.০০০	২৯৬.০০০
২৬.	ফেনী	B শ্রেণী	৪৫০.০০০	-	৪৫০.০০০	১৪৫.০০০	৩০৫.০০০
২৭.	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	২৫.০০০	১৭৫.০০০
২৮.	বান্দরবান	B শ্রেণী	৫০০.০০০	-	৫০০.০০০	১৩৯.০০০	৩৬১.০০০
২৯.	রাজশাহী	বিশেষ শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	০৬.০০০	১৯৪.০০০
৩০.	নওগাঁ	A শ্রেণী	৪০০.০০০	-	৪০০.০০০	২৩১.০০০	১৬৯.০০০
৩১.	পাবনা	A শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	১০৫.০০০	৯৫.০০০
৩২.	সিরাজগঞ্জ	A শ্রেণী	৬০০.০০০	-	৬০০.০০০	৪৯৭.০০০	১০৩.০০০
৩৩.	বগুড়া	A শ্রেণী	৪৫০.০০০	-	৪৫০.০০০	২০৫.০০০	২৪৫.০০০
৩৪.	নাটোর	B শ্রেণী	২৫০.০০০	-	২৫০.০০০	১০০.০০০	১৫০.০০০
৩৫.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	০৫.০০০	১৪৫.০০০
৩৬.	জয়পুরহাট	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০
৩৭.	রংপুর	A শ্রেণী	৩৫০.০০০	--	৩৫০.০০০	১৯৫.০০০	১৫৫.০০০
৩৮.	দিনাজপুর	A শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	২৫.০০০	১৭৫.০০০
৩৯.	কুড়িগ্রাম	A শ্রেণী	৭৫০.০০০	-	৭৫০.০০০	৫২৭.০০০	২২৩.০০০
৪০.	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	০৩.০০০	১৪৭.০০০
৪১.	পঞ্চগড়	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	১০.০০০	১৪০.০০০
৪২.	নীলফামারী	B শ্রেণী	২৫০.০০০	-	২৫০.০০০	৪২.০০০	২০৮.০০০

৪৩.	গাইবান্ধা	B শ্রেণী	৮৫০.০০০	-	৮৫০.০০০	৬৮১.০০০	১৬৯.০০০
৪৪.	লালমনিরহাট	B শ্রেণী	৬০০.০০০	-	৬০০.০০০	৪৪৫.০০০	১৫৫.০০০
৪৫.	খুলনা	বিশেষ শ্রেণী	৩০০.০০০	-	৩০০.০০০	১৪০.০০০	১৬০.০০০
৪৬.	বাগেরহাট	A শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	২১.০০০	১৭৯.০০০
৪৭.	যশোর	A শ্রেণী	৩০০.০০০	-	৩০০.০০০	২০৮.০০০	৯২.০০০
৪৮.	কুষ্টিয়া	A শ্রেণী	২৫০.০০০	-	২৫০.০০০	৯০.০০০	১৬০.০০০
৪৯.	সাতক্ষীরা	B শ্রেণী	২৫০.০০০	-	২৫০.০০০	৭৯.০০০	১৭১.০০০
৫০.	ঝিনাইদহ	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	০৬.০০০	১৪৪.০০০
৫১.	মাগুরা	C শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	১০০.০০০	৫০.০০০
৫২.	নড়াইল	C শ্রেণী	১০০.০০০	-	১০০.০০০	০১.০০০	৯৯.০০০
৫৩.	মেহেরপুর	C শ্রেণী	১০০.০০০	-	১০০.০০০	-	১০০.০০০
৫৪.	চুয়াডাংগা	C শ্রেণী	১০০.০০০	-	১০০.০০০	-	১০০.০০০
৫৫.	বরিশাল	A শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	০৫.০০০	১৯৫.০০০
৫৬.	পটুয়াখালী	A শ্রেণী	২৫০.০০০	-	২৫০.০০০	৭৭.০০০	১৭৩.০০০
৫৭.	পিরোজপুর	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	০২.০০০	১৪৮.০০০
৫৮.	ভোলা	B শ্রেণী	৪০০.০০০	-	৪০০.০০০	২৩৫.০০০	১৬৫.০০০
৫৯.	বরগুনা	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	৪০.০০০	১১০.০০০
৬০.	ঝালকাঠি	C শ্রেণী	১০০.০০০	-	১০০.০০০	০২.০০০	৯৮.০০০
৬১.	সিলেট	A শ্রেণী	৩০০.০০০	-	৩০০.০০০	১৩০.০০০	১৭০.০০০
৬২.	হবিগঞ্জ	A শ্রেণী	২০০.০০০	-	২০০.০০০	৬০.০০০	১৪০.০০০
৬৩.	সুনামগঞ্জ	A শ্রেণী	৩৫০.০০০	-	৩৫০.০০০	১০২.০০০	২৪৮.০০০
৬৪.	মৌলভীবাজার	B শ্রেণী	১৫০.০০০	-	১৫০.০০০	২৮.০০০	১২২.০০০
	মোট=		**১৯,১০০.০০০**		**১৯,১০০.০০০**		

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জেলাভিত্তিক জিআর ক্যাশ বরাদ্দ/মজুদ এর বিবরণঃ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
তারিখ: ০৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ।

ক্রঃনং	জেলার নাম	জিআর ক্যাশ (জেলা প্রশাসন হতে টেলিফোনে প্রাপ্ত তথ্যমতে বর্তমান মজুদ)					
		ক্যাটাগরি	পূর্বের বরাদ্দ	-	মোট বরাদ্দ (টাকা)	এ পর্যন্ত ব্যয়	বর্তমান মজুদ
০১.	ঢাকা	বিশেষ শ্রেণী	১৪,০০,০০০/-	-	১৪,০০,০০০/-	১৩,৪৪,০০০/-	৫৬,০০০/-
০২.	গাজীপুর	বিশেষ শ্রেণী	২,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-	১,৬৮,০০০/-	৩২,০০০/-
০৩.	ময়মনসিংহ	বিশেষ শ্রেণী	৮,৫০,০০০/-	-	৮,৫০,০০০/-	৬,৪০,০০০/-	২,১০,০০০/-
০৪.	ফরিদপুর	A শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	৭০,০০০/-	৩,৩০,০০০/-
০৫.	কিশোরগঞ্জ	A শ্রেণী	২,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-
০৬.	নেত্রকোনা	A শ্রেণী	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-	৭৫,০০০/-	২,২৫,০০০/-
০৭.	টাংগাইল	A শ্রেণী	৬,০০,০০০/-	-	৬,০০,০০০/-	১,২৮,৫০০/-	৪,৭১,৫০০/-
০৮.	নরসিংদী	B শ্রেণী	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-
০৯.	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণী	২,৫০,০০০/-	-	২,৫০,০০০/-	১,৬০,০০০/-	৯০,০০০/-
১০.	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণী	৫,৫০,০০০/-	-	৫,৫০,০০০/-	৪,৬০,০০০/-	৯০,০০০/-
১১.	নারায়নগঞ্জ	B শ্রেণী	৩,৫০,০০০/-	-	৩,৫০,০০০/-	৮০,০০০/-	২,৭০,০০০/-
১২.	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণী	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-
১৩.	জামালপুর	B শ্রেণী	১৭,৫০,০০০/-	-	১৭,৫০,০০০/-	১০,০৭,০০০/-	৭,৪৩,০০০/-
১৪.	শরীয়তপুর	B শ্রেণী	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-	৪০,০০০/-	১,১০,০০০/-
১৫.	রাজবাড়ী	B শ্রেণী	১০,৫০,০০০/-	-	১০,৫০,০০০/-	৩,৯৫,০০০/-	৬,৫৫,০০০/-
১৬.	শেরপুর	B শ্রেণী	৩,৫০,০০০/-	-	৩,৫০,০০০/-	১,৪৭,০০০/-	২,০৩,০০০/-
১৭.	মাদারীপুর	C শ্রেণী	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
১৮.	চট্রগ্রাম	বিশেষ শ্রেণী	১৮,০০,০০০/-	-	১৮,০০,০০০/-	১৫,২০,০০০/-	২,৮০,০০০/-
১৯.	কক্সবাজার	A শ্রেণী	২৫,০০,০০০/-	-	২৫,০০,০০০/-	১৯,৯৬,০০০/-	৫,০৪,০০০/-
২০.	রাংগামাটি	A শ্রেণী	৫,০০,০০০/-	-	৫,০০,০০০/-	২,৩৮,০০০/-	২,৬২,০০০/-
২১.	খাগড়াছড়ি	A শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
২২.	কুমিল্লা	A শ্রেণী	১৯,০০,০০০/-	-	১৯,০০,০০০/-	১৬,৭৩,০০০/-	২,২৭,০০০/-
২৩.	ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া	A শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	৭০,০০০/-	৩,৩০,০০০/-
২৪.	চাঁদপুর	A শ্রেণী	২,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-	৩১,৫০০/-	১,৬৮,৫০০/-
২৫.	নোয়াখালী	A শ্রেণী	২২,০০,০০০/-	-	২২,০০,০০০/-	১৭,৩৮,০০০/-	৪,৬২,০০০/-
২৬.	ফেনী	B শ্রেণী	৯,৫০,০০০/-	-	৯,৫০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৪,৫০,০০০/-
২৭.	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণী	৫,৫০,০০০/-	-	৫,৫০,০০০/-	২,২৫০০/-	৩,২৫,০০০/-
২৮.	বান্দরবান	B শ্রেণী	১০,৫০,০০০/-	-	১০,৫০,০০০/-	৪,৫১,০০০/-	৫,৯৯,০০০/-
২৯.	রাজশাহী	বিশেষ শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	১,৭২,০০০/-	২,২৮,০০০/-
৩০.	নওগাঁ	A শ্রেণী	৯,০০,০০০/-	-	৯,০০,০০০/-	৫,০৮,০০০/-	৩,৯২,০০০/-
৩১.	পাবনা	A শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	২,৬০,০০০/-	২,৪০,০০০/-
৩২.	সিরাজগঞ্জ	A শ্রেণী	১৬,০০,০০০/-	-	১৬,০০,০০০/-	১১,২৪,০০০/-	৪,৭৬,০০০/-
৩৩.	বগুড়া	A শ্রেণী	১৬,০০,০০০/-	-	১৬,০০,০০০/-	১২,১০,০০০/-	৩,৯০,০০০/-
৩৪.	নাটোর	B শ্রেণী	৪,৫০,০০০/-	-	৪,৫০,০০০/-	৩,৪৫,০০০/-	১,০৫,০০০/-
৩৫.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণী	৩,৫০,০০০/-	-	৩,৫০,০০০/-	৪০,০০০/-	৩,১০,০০০/-
৩৬.	জয়পুরহাট	B শ্রেণী	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-
৩৭.	রংপুর	A শ্রেণী	৬,০০,০০০/-	-	৬,০০,০০০/-	২,১০,০০০/-	৩,৯০,০০০/-
৩৮.	দিনাজপুর	A শ্রেণী	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-	১,৮৫,০০০/-	১,১৫,০০০/-
৩৯.	কুড়িগ্রাম	A শ্রেণী	১৮,০০,০০০/-	-	১৮,০০,০০০/-	১৪,০০,০০/-	৪,০০,০০০/-
৪০.	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণী	২,৫০,০০০/-	-	২,৫০,০০০/-	১৫,০০০/-	২,৩৫,০০০/-
৪১.	পঞ্চগড়	B শ্রেণী	৩,৫০,০০০/-	-	৩,৫০,০০০/-	৮৫,০০০/-	২,৬৫,০০০/-
৪২.	নীলফামারী	B শ্রেণী	৪,৫০,০০০/-	-	৪,৫০,০০০/-	২,৫১,০০০/-	১,৯৯,০০০/-
৪৩.	গাইবান্ধা	B শ্রেণী	২১,৫০,০০০/-	-	২১,৫০,০০০/-	১৮,৪৪,০০০/-	৩,০৬,০০০/-

৪৪.	লালমনিরহাট	B শ্রেণী	৯,৫০,০০০/-	-	৯,৫০,০০০/-	৭,৮৪,০০০/-	১,৬৬,০০০/-
৪৫.	খুলনা	বিশেষ শ্রেণী	৮,০০,০০০/-	-	৮,০০,০০০/-	৩,৩৬,০০০/-	৪,৬৪,০০০/-
৪৬.	বাগেরহাট	A শ্রেণী	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-	১,৮৪,০০০/-	১,১৬,০০০/-
৪৭.	যশোর	A শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	২,০৫,০০০/-	১,৯৫,০০০/-
৪৮.	কুষ্টিয়া	A শ্রেণী	২,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-
৪৯.	সাতক্ষীরা	B শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	১,৬০,০০০/-	২,৪০,০০০/-
৫০.	ঝিনাইদহ	B শ্রেণী	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/-
৫১.	মাগুরা	C শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	২,৯৯,০০০/-	১,০১,০০০/-
৫২.	নড়াইল	C শ্রেণী	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	৮৮,০০০/-	১২,০০০/-
৫৩.	মেহেরপুর	C শ্রেণী	২,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-	৪০,০০০/-	১,৬০,০০০/-
৫৪.	চুয়াডাংগা	C শ্রেণী	২,০০,০০০/-	-	২,০০,০০০/-	৪০,০০০/-	১,৬০,০০০/-
৫৫.	বরিশাল	A শ্রেণী	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-	৪০,০০০/-	২,৬০,০০০/-
৫৬.	পটুয়াখালী	A শ্রেণী	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-	৬৫,০০০/-	২,৩৫,০০০/-
৫৭.	পিরোজপুর	B শ্রেণী	২,৫০,০০০/-	-	২,৫০,০০০/-	৬৫,০০০/-	১,৮৫,০০০/-
৫৮.	ভোলা	B শ্রেণী	৪০,৫০,০০০/-	-	৪০,৫০,০০০/-	৩৬,৭৫,০০০/-	৩,৭৫,০০০/-
৫৯.	বরগুনা	B শ্রেণী	২,৫০,০০০/-	-	২,৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	২,০০,০০০/-
৬০.	ঝালকাঠি	C শ্রেণী	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-
৬১.	সিলেট	A শ্রেণী	৭,০০,০০০/-	-	৭,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৬,৫০,০০০/-
৬২.	হবিগঞ্জ	A শ্রেণী	৫,০০,০০০/-	-	৫,০০,০০০/-	২,৪১,০০০/-	২,৫৯,০০০/-
৬৩.	সুনামগঞ্জ	A শ্রেণী	৪,০০,০০০/-	-	৪,০০,০০০/-	১,৮৫,০০০/-	২,১৫,০০০/-
৬৪.	মৌলভীবাজার	B শ্রেণী	২,৫০,০০০/-	-	২,৫০,০০০/-	৫৮,০০০/-	১,৯২,০০০/-
	মোট=		**৪,৪৪,০০,০০০/-**		**৪,৪৪,০০,০০০/-**		

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ঢেউটিন ও গৃহ বাবদ অর্থবরাদ্দ

তিন হাজার টাকা হারে মোট= (২২৩১২ X৩,০০০/-)= ৬,৬৯,৩৬,০০০/- (ছয় কোটি উনসত্তর লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা বিতরনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক-এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করাহলো

ক্র: নং	জেলারনাম	বরাদ্দকৃতঢেউটিনেরপরিমাণ (বান্ডিল)	গৃহনির্মাণব্যয়বাবদবরাদ্দকৃতটাকারপরিমাণ
ঢাকাবিভাগ			
১.	ঢাকা	৬২৭	১৮,৮১,০০০/-
২.	ফরিদপুর	৬৭১	২০,১৩,০০০/-
৩.	গাজীপুর	২৯০	৮,৭০,০০০/-
৪.	গোপালগঞ্জ	৪৮৩	১৪,৪৯,০০০/-
৫.	জামালপুর	১,১৩০	৩৩,৯০,০০০/-
৬.	কিশোরগঞ্জ	৮৫২	২৫,৫৬,০০০/-
৭.	মাদারীপুর	৩৯২	১১,৭৬,০০০/-
৮.	মানিকগঞ্জ	২৫০	৭,৫০,০০০/-
৯.	মুন্সিগঞ্জ	৪০০	১২,০০,০০০/-
১০.	ময়মনসিংহ	১,৮০০	৫৪,০০,০০০/-
১১.	নারায়নগঞ্জ	৪৯১	১৪,৭৩,০০০/-
১২.	নরসিংদী	৫১০	১৫,৩০,০০০/-
১৩.	নেত্রকোনা	৭৫৯	২২,৭৭,০০০/-
১৪.	রাজবাড়ী	৪২৪	১২,৭২,০০০/-
১৫.	শরীয়তপুর	৫৮৬	১৭,৫৮,০০০/-
১৬.	শেরপুর	৬৩৫	১৯,০৫,০০০/-
১৭.	টাংগাইল	১,০৩৫	৩১,০৫,০০০/-
	মোট=	১১,৩৩৫	৩,৪০,০৫,০০০/-
রাজশাহী বিভাগঃ			
১৮.	বগুড়া	৫৪৫	১৬,৩৫,০০০/-
১৯.	জয়পুরহাট	২৫০	৭,৫০,০০০/-
২০.	রাজশাহী	৬৭২	২০,১৬,০০০/-
২১.	নওগাঁ	৪২৩	১২,৬৯,০০০/-
২২.	নাটোর	৫৭৭	১৭,৩১,০০০/-
২৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪০৩	১২,০৯,০০০/-
২৪.	পাবনা	৭৬৮	২৩,০৪,০০০/-
২৫.	সিরাজগঞ্জ	১,১৫৭	৩৪,৭১,০০০/-
	মোট=	৪৭৯৫	১,৪৩,৮৫,০০০/-
রংপুর বিভাগঃ			
২৬.	দিনাজপুর	১,০৯৩	৩২,৭৯,০০০/-
২৭.	ঠাকুরগাঁও	৩৬৩	১০,৮৯,০০০/-
২৮.	পঞ্চগড়	২৫৪	৭,৬২,০০০/-
২৯.	রংপুর	১,০৬৬	৩১,৯৮,০০০/-
৩০.	লালমনিরহাট	৪১৮	১২,৫৪,০০০/-
৩১.	নীলফামারী	৬১৬	১৮,৪৮,০০০/-
৩২.	কুড়িগ্রাম	১,২৭১	৩৮,১৩,০০০/-
৩৩.	গাইবান্ধা	১,১০১	৩৩,০৩,০০০/-
	মোট=	৬,১৮২	১,৮৫,৪৬,০০০/-
	সর্বমোট=	২২,৩১২	৬,৬৯,৩৬,০০০/-
চট্টগ্রামবিভাগ			
১.	বান্দরবান	২৫০	৭,৫০,০০০/-
২.	বি-বাড়ীয়া	৭৮১	২৩,৪৩,০০০/-
৩.	চাঁদপুর	১,১৮৮	৩৫,৬৪,০০০/-
৪.	চট্রগ্রাম	৬৬৬	১৯,৯৮,০০০/-
৫.	কুমিল্লা	১,৮০০	৫৪,০০,০০০/-

৬.	কক্সবাজার	৭২১	২১,৬৩,০০০/-
৭.	ফেনী	৩৫৮	১০,৭৪,০০০/-
৮.	খাগড়াছড়ি	২৫০	৭,৫০,০০০/-
৯.	লক্ষ্মীপুর	৫২১	১৫,৬৩,০০০/-
১০.	নোয়াখালী	৩১০	৯,৩০,০০০/-
১১.	রাংগামাটি	২৫০	৭,৫০,০০০/-
	মোট=	৭,০৯৫	২,১২,৮৫,০০০/-
সিলেট বিভাগঃ			
১২.	সিলেট	৭৯৩	২৩,৭৯,০০০/-
১৩.	হবিগঞ্জ	৫০৯	১৫,২৭,০০০/-
১৪.	মৌলভীবাজার	৪৭৫	১৪,২৫,০০০/-
১৫.	সুনামগঞ্জ	৬১৭	১৮,৫১,০০০/-
	মোট=	২,৩৯৪	৭১,৮২,০০০/-
	সর্বমোট=	৯,৪৮৯	২,৮৪,৬৭,০০০/-

খুলনাবিভাগ			
১.	খুলনা	৬২৬	১৮,৭৮,০০০/-
২.	কুষ্টিয়া	২৫০	৭,৫০,০০০/-
৩.	মাগুরা	৪০২	১২,০৬,০০০/-
৪.	মেহেরপুর	২৫০	৭,৫০,০০০/-
৫.	যশোর	১,০৪৩	৩১,২৯,০০০/-
৬.	ঝিনাইদহ	৪২২	১২,৬৬,০০০/-
৭.	নড়াইল	২৫০	৭,৫০,০০০/-
৮.	সাতক্ষীরা	৮৮৭	২৬,৬১,০০০/-
৯.	বাগেরহাট	৬০৯	১৮,২৭,০০০/-
১০.	চুয়াডাংগা	৩০২	৯,০৬,০০০/-
	মোট=	৫,০৪১	১,৫১,২৩,০০০/-
বরিশাল বিভাগঃ			
১১.	বরগুনা	২৫০	৭,৫০,০০০/-
১২.	বরিশাল	১,২২৭	৩৬,৮১,০০০/-
১৩.	ভোলা	৫৬৯	১৭,০৭,০০০/-
১৪.	ঝালকাঠি	২৬৭	৮,০১,০০০/-
১৫.	পটুয়াখালী	৪২২	১২,৬৬,০০০/-
১৬.	পিরোজপুর	৪৭৩	১৪,১৯,০০০/-
	মোট=	৩,২০৮	৯৬,২৪,০০০/-
	সর্বমোট=	৮,২৪৯	২,৪৭,৪৭,০০০/-
		সকল জেলার সর্বমোট বরাদ্দ =২২,৩১২	৬,৬৯,৩৬,০০০/-

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জেলা ভিত্তিক কম্বল বরাদ্দের হিসাব বিবরণীঃ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
(২০/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর হতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ
০১.	ঢাকা	৪১৪৩
০২.	ফরিদপুর	৫৩৭৮
০৩.	গাজীপুর	২৪২৫
০৪.	গোপালগঞ্জ	৪০৪২
০৫.	জামালপুর	৯০৪৩
০৬.	কিশোরগঞ্জ	৭১৩২
০৭.	মাদারীপুর	৩২৮৭
০৮.	মানিকগঞ্জ	২১১৫
০৯.	ময়মনসিংহ	১৬০১৬
১০.	মুন্সিগঞ্জ	৩৩৪৮
১১.	নারায়নগঞ্জ	৪১১৪
১২.	নরসিংদী	৪০৮৮
১৩.	নেত্রকোনা	৭০৫৫
১৪.	রাজবাড়ী	৩৬৫৩
১৫.	শরীয়তপুর	৫২০৯
১৬.	শেরপুর	৪৮৭২
১৭.	টাংগাইল	৮৫২৬
১৮.	রাজশাহী	৬৫৩৩
১৯.	সিরাজগঞ্জ	৮১৩৪
২০.	পাবনা	৬৩০১
২১.	চাপাইনবাবগঞ্জ	৩৮৫৮
২২.	নাটোর	৫৫৩৪
২৩.	নওঁগা	৪৬৪৩
২৪.	জয়পুরহাট	২৪৭২
২৫.	বগুড়া	৫৭৮১
২৬.	রংপুর	৮৭৪৯
২৭.	ঠাকুরগাঁও	৩৩৯২
২৮.	পঞ্চগড়	২৬২৬
২৯.	নীলফামারী	৫৬৮০
৩০.	লালমনিরহাট	৪০০১
৩১.	কুড়িগ্রাম	১০৪০২
৩২.	গাইবান্ধা	৮৫৫০
৩৩.	দিনাজপুর	১০৪৫০
৩৪.	খুলনা	৫২৪০
৩৫.	মাগুরা	৩৩৪১
৩৬.	মেহেরপুর	৮৬৪
৩৭.	নড়াইল	১১৬৫
৩৮.	সাতক্ষীরা	৭০২৮
৩৯.	যশোর	৭৬৫২
৪০.	বাগেরহাট	৫২০৫

৪১.	চুয়াডাংগা	২৫২৬
৪২.	ঝিনাইদহ	৩৫৩৬
৪৩.	কুষ্টিয়া	১২০০
৪৪.	চট্টগ্রাম	৫৭৫১
৪৫.	কুমিল্লা	১৫১৩৬
৪৬.	কক্সবাজার	৬০৩৮
৪৭.	চাঁদপুর	৮৮৬৯
৪৮.	নোয়াখালী	২৯০১
৪৯.	ফেনী	৩০০১
৫০.	লক্ষীপুর	৩০৪২
৫১.	ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া	৬৫৪২
৫২.	খাগড়াছড়ি	১৬৮১
৫৩.	রাংগামাটি	২০০০
৫৪.	বান্দরবান	১৭১২
৫৫.	সিলেট	৬৭৭৫
৫৬.	সুনামগঞ্জ	৫৫৭১
৫৭.	হবিগঞ্জ	৪২৬২
৫৮.	মৌলভীবাজার	৩৯৮২
৫৯.	বরিশাল	৯৫৮২
৬০.	বরগুনা	১৭৪১
৬১.	ভোলা	৪২৫৬
৬২.	পটুয়াখালী	৩৭৩৫
৬৩.	পিরোজপুর	৪১৬৪
৬৪.	ঝালকাঠি	২২৩৬
	মোট=	৩৩২২৮৬

পরিশিষ্ট ২: ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ বিস্তারিত বিবরণ

Emergency Relief Items

Emergency Shelter

1. Tent:
2. Tarpaulins: (2 tarps per family);
3. Shelter Kit: (IFRC model)

Non-Food Items (NFIs)

1. Kitchen Set: (Kit for 5 people)
2. Rope;
3. Mosquito nets;
4. Blankets;
5. Mattress;
6. Jerry cans;
7. Family Kit: (IFRC model)
8. Community Kit: (IFRC model)
9. Hygiene Kit: (IFRC model)

Family Food Package
(IFRC model)

20kg rice 5kg pulse
2 litre edible oil
1 kg iodized salt
baby cereal (*suzi*0.5kg)
sugar 1 kg

Water and Sanitation

Water Purification Tablets -2 strip
2 jerry cans
ORS 5pkts
1 bucket with lid and 1 mug
soap
sanitary pad
washing powder

ঘূর্ণিঝড়ের জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে অনুগ্রহপূর্বক নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

মো: কামরুল হাসান
উপসচিব (দুবক-১)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২ ৯৫৪০৩৪০

মো: ইফতেখারুল ইসলাম
পরিচালক (ত্রাণ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩, বীর উত্তম এ কে খন্দকার সড়ক
মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর কারিগরি সহযোগিতায় ও নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহের অর্থায়নে:

Australian Aid

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.